CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৬ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মহারাষ্ট্রের আজ ভাগ্য পরীক্ষা

মুম্বাইয়ের হোটেলে ত্রিদলীয় জোটের ১৬২ জন বিধায়কের শক্তির মহড়া

নয়াদিল্লী, ২৫ নভেম্বর।। মহারাষ্ট্রে তিন দলীয় জোটের শক্তির মহড়া দেখা গেল। শনিবার মুম্বাইতে একটি হোটেলে শিবসেনা-এনসিপি ও কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিধায়ক মিলে ১৬২ জন হাজির হলেন একসাথে। সোনিয়ার নামে তাঁরা শপথও নিলেন। দেবেন্দ্র ফডণবীস-অজিত পওয়ার শিবির নাকি শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট কার হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, এই প্রশ্নচিহ্ন যখন মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই নয়া চাল বিরোধী শিবিরের। তিন দলের ১৬২ বিধায়ককে সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাজির করে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখালেন জোট নেতৃত্ব।

কংগ্রেস বিধায়করা ছিলেন জুহুর জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে। পোয়াই এলাকার রেনেসাঁ হোটেলে দলীয় বিধায়কদের রেখেছিল এনসিপি। শিবসেনা তাদের বিধায়কদের তুলেছিল ললিত হোটেলে। সোমবার সন্ধ্যায় এই তিন হোটেল থেকে বাসে করে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে আসেন তিন দলের বিধায়করা। সেখানেই সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হন তাঁরা। হাজির ছিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার এবং শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেও। কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন মল্লিকার্জুন খড়্গে, পৃথ্বীরাজ চহ্বাণের মতো নেতারা।

এতে সাংবিধানিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ না হলেও তিন দলের নেতারা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, সরকার গঠনের চাবিকাঠি তাঁদের হাতেই রয়েছে। অর্থাৎ ২৮৮ আসনের বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে। একই সঙ্গে দেখিয়ে দিতে চাইলেন যে, ফডণবীস-অজিত জুটির হাতে সংখ্যা নেই। পাটিগণিতের নিয়মেই বিরোধী জোটের হাতে যদি ১৬২ জন থাকে, তা হলে উল্টো শিবিরে বিধায়ক সংখ্যা হয় ১২৬, যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে ১৯ জন কম।

তার আগেই অবশ্য টুইটারে ঘোষণাও করে দিয়েছিলেন সঞ্জয় রাউত। রাজ্যপালের উদ্দেশে লিখেছিলেন,আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। আমাদের ১৬২ জন বিধায়ক গ্র্যান্ড হায়াতে সন্ধ্যা সাতটায় প্রথম বার একসঙ্গে হাজির হবেন। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রের আঁচে উত্তাল সংসদ, ভেতরে ও বাইরে চলল বিরোধীদের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লী, ২৫ নভেম্বর।। মহারাষ্ট্রের আঁচে উত্তাল সংসদ। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তুমুল হই হট্টগোল, ওয়েলে নেমে বিক্ষোভের জেরে দফায় দফায় ব্যাহত হল উভয় কক্ষের অধিবেশন।

কংগ্রেসের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায় সংসদের বাইরেও। দলের দুই মহিলা সাংসদের সঙ্গে মার্শালদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে আগামিকাল মঙ্গলবারও বিক্ষোভ দেখাবে কংগ্রেস। অন্য দিকে এ দিন লোকসভায় মহারাষ্ট্র প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গাঁধী অভিযোগ তোলেন, গণতন্ত্রের হত্যা হয়েছে।

শনিবার কার্যত সবার অগোচরে মুখ্যমন্ত্রীর পদে দেবেন্দ্র ফডণবীস এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অজিত পওয়ার। এই শপথগ্রহণের প্রক্রিয়াকে 'অবৈধ' বলে দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস। জরুরি ভিত্তিতে রবিবারও শুনানি হয়েছে শীর্ষ আদালতে। আজ সোমবার শুনানি শেষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় রায় দেবে শীর্ষ আদালতের তিন সদস্যের বেঞ্চ।

গত দু'দিন সংসদের অধিবেশন বন্ধ ছিল। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই মহারাষ্ট্রের ঢেউ আছড়ে পড়ল সংসদে। ১১টায় সংসদের দুই কক্ষেরই অধিবেশন শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে ১১টা ২ মিনিটে রাহুল গান্ধী বলতে ওঠেন। কিন্তু তিনি কোনও প্রশ্ন করেননি। মহারাষ্ট্রের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আমি আজ এখানে প্রশ্ন করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্ন করার কোনও ইচ্ছাই নেই। কারণ মহারাষ্ট্রে গণতন্ত্রের হত্যা হয়েছে। তাই প্রশ্ন করার কোনও অর্থই হয় না।

এর পরেই শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। ওয়েলে নেমে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ, হই-হট্টগোল করতে থাকেন কংগ্রেস সাংসদরা। অধিবেশনের কাজ কার্যত পণ্ড হয়। বাধ্য হয়ে স্পিকার ওম বিড়লা কেরলের ত্রিশুরের কংগ্রেস সাংসদ টি এন প্রতাপন এবং এর্নাকুলামের সাংসদ হিবি এডেনকে মার্শাল দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার পর মার্শালরা এসে কংগ্রেসের সাংসদদের বের করার চেষ্টা করেন। সনিয়া গাঁধীর নেতৃত্বে ওয়াক আউট করে কংগ্রেস।

রাজ্যসভাতেও প্রায় একই ছবি। মহারাষ্ট্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বেগ-উৎকন্ঠা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): উদ্বেগ-উতণ্ঠার অবসান হল না, বরং আরও বাড়ল। মহারাষ্ট্র নিয়ে মঙ্গলবার সকালে রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট। মহারাষ্ট্রে কী হবে, তা জানা যাবে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায়। মহারাষ্ট্র নিয়ে শুনানি চলাকালীন সোমবার আইনজীবী মুকুল রোহতাগি সুপ্রিম কোর্টে জানান, দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের পক্ষে ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে, দেখেই তাঁকে সরকার গঠনে আহ্বাণ জানান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগতসিং কোশিয়ারি।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধিতায় সোমবার যৌথ পিটিশন দায়ের করে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসঊ শিবসেনার হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন কপিল সিব্বল এবং কংগ্রেস-এনসিপি-র হয়ে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিঙভি। শিবসেনার আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, 'ভোর ৫.১৭ মিনিটে রাষ্ট্রপতি শাসন কেন তুলে নেওয়া হল মহারাষ্ট্রে।তারপর আটটায় শপথগ্রহণ ☞ ৬ এরপাতায় দেখুন

ভাইস চেয়ারম্যানের সদস্যপদ খারিজ মামলায় ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ হাইকোর্টের

কৈলাসহর পুর পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে'র সদস্যপদ খারিজ করার জন্য জনস্বার্থ মামলায় ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা এ ব্যাপারে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন।

কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে আদালত। পুর পরিষদের সদস্য হওয়া স্বত্বেও নীতিশ দে পদত্যাগ না করে বিজেপির টিকিটে গত বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন। নীতিশ বাবু নির্দল প্রার্থী হিসেবে পুর পরিষদে জয়ী হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ না করেই তিনি বিজেপির টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার রায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান নীতিশবাবুর আইনজীবী। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহা জানান, নীতিশ দে কৈলাসহর পুর পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। পুর আইন অনুযায়ী নির্দল প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলে যোগ হতে পারেন না। নীতিশ দে পুর নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও পদত্যাগ না করেই বিজেপির টিকিটে বিধানসভার প্রার্থী হন।

এরই বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে স্কুল চত্বরেই গণধলাই শিক্ষককে

ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের গঙ্গানগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ওই শিক্ষককে নিয়ে যেমন ছি ছি রব উঠেছে ঠিক তেমনি ওই শিক্ষককে গণপ্রহারের ঘটনায় অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে।

শনিবার গঙ্গানগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের এক ছাত্রীকে বিদ্যালয়েরই শিক্ষক নজরুল ইসলাম নির্জন শ্রেণিকক্ষে নিয়ে শ্লীলতাহানি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকরা আজ সোমবার এই অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই ছাত্রী শনিবার বাড়ি ফিরে গিয়ে অভিভাবকদের গোটা ঘটনা বিস্তারিত জানিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক-সহ এলাকাবাসী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির শরণাপন্ন হন।

আজ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যরা ওই শিক্ষকের কাছে ঘটনার সত্যতা জানতে চান। কিন্তু শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তখন অভিভাবকরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশও খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে আসে। কিন্তু হঠাৎ ওই ছাত্রীর অভিভাবক-সহ অন্যরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সামনেই অভিভাবক-সহ স্থানীয়রা আইন নিজেদের হাতে তুলে নেন। তারা সকলে মিলে অভিযুক্ত শিক্ষককে বেধড়ক মারধর শুরু করেন। তারা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন, শিক্ষককে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশ কর্মীরাও মার খেয়েছেন। এখানেই থেমে থাকেননি তারা। পুলিশের সামনেই অভিযুক্ত শিক্ষকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা অনুমতিতে সরকারি বিদ্যালয়ে এসএফআই-এর পোস্টার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। সরকারি বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত অগ্নিপাশা বালকমণি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই তাদের রাজ্য সম্মেলনের বার্তা সংবলিত পোস্টার লাগিয়েছিল। তাতেই বিপত্তি দেখা দেয়। কারণ, বিনা অনুমতিতে বিদ্যালয়ে পোস্টার লাগিয়েছে এসএফআই, এই অভিযোগ তুলেছে ছাত্র সংগঠন এভিবিপি। তাদের দাবি, বাম জমানায় শাসক দলের প্রভাব খাটিয়ে এমন অনৈতিক কাজ এসএফআই আকছার করত।

এভিবিপি কার্যকর্তা রঞ্জিত দাস বলেন, বিদ্যালয়ে যে-কোনও সাংগঠনিক পোস্টার লাগাতে হলে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়েট ল্যান্ড ও গ্রিভেন্স কমিটির প্রতিনিধি দলের রুদ্রসাগর পরিদর্শন

রুদিজলায় কৃষক অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। রুদ্রসাগরে জলস্ফীতিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকারের ওয়েট ল্যান্ড গ্রিভেন্স কমিটির প্রতিনিধিদল সোমবার রুদ্রসাগর এলাকা পরিদর্শন করেছে। ওয়েট ল্যান্ড গ্রিভেন্স কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল আজ বিকেলে রাধামাধবপুর, কেমতলি, বৈদ্যরমুড়া, বংশীদ্বীপ, রাজেন্দ্রনগর, চন্দনমুড়া প্রভৃতি এলাকা পরিদর্শন করেন। বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম দাস, রুদ্রসাগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র দাস, সম্পাদক পরমেশ্বর দাস, সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া, সোনামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অসিত দাস-সহ জলসম্পদ, কৃষি, মৎস্য, বন প্রভৃতি বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিগণও গ্রিভেন্স কমিটির সঙ্গে ছিলেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রুদ্রসাগর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অভিযোগ সম্পর্কে তাঁরা বিস্তারিত অবহিত হন। প্রতিনিধি দলটি বটতলিতে স্লুইসগেট পর্যবেক্ষণ করে সম্যক ধারণা নেন। এর আগে মেলাঘর পুর পরিষদের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং অভাব অভিযোগ শোনেন। গ্রিভেন্স কমিটি খুব শীঘই রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করবে।

এছাড়া আজ সকালে রুদ্রসাগর ও তার আশপাশ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে সিপাহিজলার জেলাশাসকের নেতত্বে মেলাঘর পুর পরিষদের কনফারেন্স হল-এ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম দাস, সোনামুড়ার মহকুমাশাসক সুব্রত মজমদার, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্রসাগর এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কৃষক ও মৎস্যচাষীদের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে পঞ্চায়েত ভিত্তিক একটি করে টিম গঠন করা হয়। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মেলাঘরের রুদিজলায় জলস্তর বাড়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রায় দু-হাজার পরিবার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৪৯ ▫ ২৬ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৯ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মহারাষ্ট্রের অগ্নি পরীক্ষা

সংসদীয় গণতন্ত্রের মহিমা দেখিয়া সাধারণ নাগরিকরা এত বেশী বিচলিত যে, নিন্দার ভাষাও বোধহয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মহারেষ্ট্রে সরকার গড়া নিয়া যে নাটক হইয়াছে তাহা নজীরবিহীন এবং অভূতপূর্ব। সরকার গঠন নিয়া রাজ্যে রাজ্যে বিধায়ক কেনা বেচার ঘটনাকে হার মানাইয়াছে মহারাষ্ট্র। দেশবাসী কি সত্যিই এই স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, এই গণতন্ত্র চাহিয়াছিলেন? মহারাষ্ট্রে বিজেপি শিবসেনা জোটবদ্ধ হইয়া বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করিয়াছে। এখন শিবসেনা নীতিগত ভাবে বিপরীতধর্মী দল কংগ্রেস ও এনসিপিকে সরকার গড়িতে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়াছে। শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিন দল মানিয়া নিয়াছে। নির্বাচনে জোটবদ্ধ হইয়া লড়াই করিলেও সরকার গড়িবার ক্ষেত্রে সমস্যা হইতেই পারে। এক্ষেত্রে অন্য দলকে নিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়া সরকার গড়িবার সংস্থান তো আছে। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে এই রকম ভুরিভুরি নজীর আছে। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস এনসিপি ও শিবসেনা বিধায়কদের হোটেল বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। শরদ পাওয়ার জানাইয়াছেন এক ছাদের নীচে ১৬২জন বিধায়ক। মহারাষ্ট্রের সরকার গড়িবার বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অপেক্ষায়। বিজেপি চ্যালেঞ্জ জানাইয়া হোটেলে তিন দলের বিধায়ক শপথ নাকি নিয়াছেন। শরদ পাওয়ার জানাইয়া দিয়াছেন অজিত পাওয়ারের সিদ্ধান্ত এনসিপির নয়। বিজেপিকে তিনি উচিত শিক্ষা দিবেন বলিয়াও হুঙ্কার দিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকেই গোটা দেশ আজ তাকাইয়া আছে। তাকাইয়া আছে মহারাষ্ট্রে কোন সরকার গঠিত হয় সেদিকে।

ভারতের ভাগ্যাকাশে গণতন্ত্রের এই বিড়ম্বনার পরও কি রাজনীতিতে সুস্থ চেতনা, শুদ্ধাচার আশা করা যায়? যেন তেন প্রকারেন সরকার গড়িবার এই প্রবণতা দেশবাসীকে সত্যি সত্যিই চরম হতাশায় নিমজ্জিত করিতেছে। গণতন্ত্রে জনগণের রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সরকার গড়িবে। ইহাই সংসদীয় রীতিনীতি। কিন্তু, বিধায়ক কেনা বেচা করিয়া মন্ত্রীত্বের টোপ দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের ঘটনা ইদানিং তো বাড়িয়া চলিয়াছে। গণতন্ত্রের মূল্যবোধই আজ হারাইয়া গিয়াছে। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলিয়া গণতন্ত্র হত্যার ঘটনা তো এখন আকছার ঘটিতেছে। ইদানিং বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালদের ভূমিকা নিয়াও প্রশ্ন উঠিতেছে। রাজ্যপালদের মধ্যে কেন্দ্রের জু হুজুরী করাই যেন মুখ্য। আসলে রাজ্যপালরা কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের অনুগত হইতে বাধ্য। নিয়োগের ক্ষেত্রে ইহাই তাহার যোগ্যতার মাপকাঠি। অতীতে রাজ্যপালদের এত নির্লজ্জ হইতে দেখা যায় নাই। যত দিন যাইতেছে ততই রাজ্যপাল পদে অবমাননা চলিতেছে। অধিকাংশ রাজ্যপালরাই রাজনৈতিক অনুগত। তাই তাহাদের এই পদে পুণর্বহাল দেওয়া হয়। এক সময় দাবী উঠিয়াছিল রাজ্যপালের পদই তুলিয়া দেওয়া হউক। অযথা হাতি পোষা খরচ। রাজ্যপাল পদটি সাংবিধানিক পদ। এই পদটির কাছে মানুষ নিরপেক্ষতা প্রত্যাশা করে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, রাজ্যপাল দল নিরপেক্ষ হইতে পারিতেছেন না। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিড়ম্বনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দল অনুগত রাজ্যপালরাই অনেকাংশে দায়ী। আর এজন্যই রাজ্যপাল পদের গরিমা মর্যাদা আজ ধুলায় লুটাইতেছে।

মহারাষ্ট্রের ঘটনার পরিনতি কি গোটা দেশ তাকাইয়া আছে। বিজেপির কাছেও ইহা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কি হইবে তাহার উপর মহারাষ্ট্রের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করিতেছে। তবে, সেনা এনসিপি ও কংগ্রেস শিবির অনেক বেশী আশাবাদী। মহারাষ্ট্রে তাহারাই সরকার গড়িবে বলিয়া গভীর ভাবে আশাও ব্যক্ত করিয়াছে। এনসিপি নেতা বিজেপিকে হুশিয়ারী দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা গোয়া বা কর্ণাটক নহে। ইহা মহারাষ্ট্র। মঙ্গলবার সকাল দশটায় রায় দিবে সুপ্রিম কোর্ট। মরাঠাভূমিতে রাজনীতির কৌশল ভিন্নতর হইবার কথা। হয়ত- তাহাই হইবে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতি হইতে শিক্ষা নিবার তাগিদ বাড়িতে পারে। বিজেপি নিশ্চয়ই হাল ছাড়িয়া দিবে না। নতুন কৌশল নিতেই পারে। মহারাষ্ট্র আমাদের গণতন্ত্রের পথকে কিছুটা হইলেও কি মসৃণ করিতে পারিবে?

ডিমা হাসাওয়ে ক্যাব, জনজাতি সং বিল এবং পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের বিরোধিতা ডিমাসা উইমেন সোসাইটির

হাফলং (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬ (ক্যাব), জনজাতি সংশোধনী বিল-২০১৯ এবং ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠল ডিমাসা উইমেন সোসাইটি। ক্যাব, জনজাতি সংশোধনী বিল ২০১৯ ও পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের বিরোধিতা করে সমগ্র জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে বিভিন্ন সংগঠনও। ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন করা এবং জেলায় ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপন করতে সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ এবং জনজাতি সংশোধনী বিল ২০১৯-এর বিরোধিতা করে ডিমাসা উইমেন সোসাইটি সোমবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে হাফলং জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে ধরনা কর্মসূচি পালন করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

ডিমাসা উইমেন সোসাইটি, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের শতাধিক সদস্য প্রতিবাদী স্লোগন দিয়ে উত্তাল করে তুলেন জেলাশাসকের কার্যালয় চত্বর। ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় সব ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পাহাড়ি জেলাতে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে বলে অভিযোগ তুলে ডিমাসা উইমেন সোসাইটির সভানেত্রী রিংমিলা হোজাই বলেন, সরকার এই পাহাড়ি জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা চালু করার চক্রান্ত করে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের সব অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। তা কোনও অবস্থাতেই মেনে নেবেন না পাহাড়ি এই জেলার মানুষ।

তিনি বলেন, সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় কোনও অবস্থাতেই সরকার পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা চালু করতে পারে না। কিন্তু সরকার ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা চালু করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সব অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, গুরুতর অভিযোগ তুলেন রিংমিলা হোজাই। বলেন, পাহাড়ি জেলার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে ১৯৫২ সালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ গঠন হয়েছিল। তাই পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করে সরকার পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন করতে চাইলে এর তীব্র বিরোধিতা করা হবে।

এদিন ডিমাসা উইমেন সোসাইটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬ এবং জনজাতি সংশোধনী বিল-২০১৯ বাতিল করার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রেরণ করেছে উইমেন সোসাইটি।

অন্যদিকে, ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন, জেলায় ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপন সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬ এবং জনজাতি সংশোধনী বিল-২০১৯ বাতিল করার দাবি জানিয়ে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।

কালো টাকা, পরিকাঠামোগত টাকা — এবার কি?

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় ৫০০/১০০০ টাকার নোট বাতিল করে দেশের আপামর দেশবাসীকে চমকে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলা হয়েছিল, নোট বন্দির দুঃখ সাময়িক। এই ব্যবস্থায় সব কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে। আর টাকা সাদা হলেই, আপনার, আমরা সবার আর্থিক দুর্ধশা উবে যাবে, অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে। কিন্তু বাস্তবের ।টি কঠিন। কালো তো সাদা হল না বরং নেমে এল আর্থিক দুর্গতি, যারা দশা চলছে তিন বছর পরেও। আর কালো সাদা হল সামান্য টাকাই। ভারতের শীর্ষ ব্যাঙ্কের হিসেবে বাজারে ৫০০, ১০০০ টাকার নোটবন্দির আঘে যা ছিল, তার ৯৯.৩ শতাংশই সরকারের ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরে ফেরেনি মাত্র ০.৭ শতাংশ। অর্থাৎ এটুকুই টাকাই সাদা হয়েছে। সুইস ব্যাঙ্কের বন্ধ হয়ে যাওয়া অ্যাকউন্টের কিছু তথ্য হাতে এসেছে। তেমন আহামরি কিছু তথ্য নয়। অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দ্বিতীয় মোদি সরকারের ১০০ দিন পূর্তির এক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি জানিয়েছেন, কালো টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টা জারি রয়েচে। আর্থিক গতির হাল ফেরাতে সম্প্রতি আবাসন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, কমানো হয়েছে কর্পোরেট কর, কিছুক্ষেত্রে জিএসটি। কিন্তু আর্থিক মন্দার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, কর আদায় কমছে, বাড়ছে রাজস্ব ঘাটতির সম্ভাবনা। সব মিলিয়ে সরকারের নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। এই অবস্থায় বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে, কালো টাকা উদ্ধারের সঙ্গে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রকল্পে টাকার ব্যবস্থা করতে এবার কি আয়কর সহ অন্য, আইনে ফাঁকির অপরাধ ক্ষমাকরার মতো কোনো প্রকল্প ঘোষণা করা হবে। আর এ ব্যাপারে ড. সুরজিৎ এশ ভাল্লার নেতৃত্বাধীন উচ্চপর্যায়ের পরামর্শ গোষ্ঠীর গজ বন্ডের সুপারিশ এই আলেনাচনাকে জোরদার ক রছে।

গত বছরের শেষদিকে কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সুরজিৎ এস ভাল্লার নেতৃত্বে এই উচ্চ পর্যায়ের পরামর্স গোষ্ঠী গঠন করে। এই কমিটির অন্য সদস্য— বর্তমান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর পূর্বতন অর্থসচিব রাজীব। উল্লেখ্য, ড. ভাল্লা প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের অন্যতম এখজন। এই উপদেষ্টা কমিটি বিশ্ব বাণিজ্য ভারতের বর্তমান অবস্থানের উন্নয়নে যেমন সুপারিশ করেছেন তেমনি দীর্ঘকালীন পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ জোগাতে আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কারে সুপারিশ প্রসঙ্গে গজ বন্ডের প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলী সীতারমন সংসদে এই প্রস্তাবের কথাও মেনে নিয়েছেন। প্রস্তাবিত গজ বন্ডের কথায় যাবার আগে যে ভাবনা মাথায় আসে তাহল, এথ নাম থাকতে এই বন্ডের নাম গজ বা এলিফ্যান্ট বন্ড কেন? শেয়ার, বন্ড কেনাবেচার সময় বাজারের ভালমন্দ এডকম বোঝাতে ভালুক, শূকর ছানা, মৃত ইদুর এরকম বহু পশুর নাম ব্যবহার হয়ে থাকে। এরকমই এখটি নাম হল হাতি বা গজ। সাধারণবাবে প্রাতিষ্ঠানিবিনিয়োগকারী সংস্থা, ব্যক্তি যারা বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটিজে বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড, ভ্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করে এবং লগ্নির বাজারকে অনেকটা প্রভাবিত করে, এই ধরনের লগ্নিতে বলে হাতি বা গজ বিনিয়োগ।

এবার প্রস্তাবিত গজ, হাতি বন্ডের কথা। ২০১৭-১৮ সালের আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, দেশের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি আনতে আগামী ২৫ বছরে প্রয়োজন হবে প্রায় ৪৫,০০০,০০ কোটি টাকা। বর্তমানে পরিকাঠামো উন্নয়নের লগ্নি পরিমাণ সে তুলনায় সামান্য। মাত্র ৩ লক্ষ কোটি টাকা। পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে দেশের আর্থিক বিকাশ জড়িত। এজন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের সংস্থান এই উপদেষ্টা অনেক সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে একটি হল গজ বন্ড। আর শুধু পরিকাঠামো নয়, এই বন্ডের বাজারে আনলে কালো টাকার একাংশ সরকারের ঘরে আসবে। আয়ের উৎস প্রকাশ না করার অপরাধ ক্ষমা করে দিলে অনেকে যারা নিজেদের, আয় সম্পত্তি গোপন করছেন তারা স্বেচ্ছায় গোপন আয় সম্পত্তি প্রকাশ করবেন।

ভাল্লা উপদেষ্টা গ্রুপের রিপোর্টে প্রস্তাবিত বন্ডের রূপরেখা জানানো হয়েছে। এই গজ বন্ডে তাদের আয় সরকারের কাছে গোপন রেখেছিলেন, তারা গোপন আয় এই বন্ডে বিনিয়োগ করলে কোনোরকমে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না। অর্থাৎ আয় গোপন করার জন্য আইনে যেসব শাস্তির বিধান রয়েছে তার আঁচ লাগবে না। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, যতটা গোপন আয় প্রকাশ করা হবে তার মাত্র ১৫ শতাংশের ওফর কর দিতে হবে। প্রকাশিত গোপন আয়ের ৪৫ শতাংশ এই বন্ডে বিনিয়োগকারী ফেরত পেয়ে যাবেন। বাকি ৪০ শতাংশ বন্ডে বিনিয়োগ করা হবে, যার মেয়াদকাল হবে ২৫-৩০ বছর। এই বন্ডের কুপন রেট হবে ৫ শতাংশ, আর এই কুপন রেট বা সুদের হার ৭৫ শতাংশ কর হিসেবে কেটে নেয়া হবে। এই বন্ড পরিচালানা করবে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা এনআইআইএফ। সরকার পরিচালিত এই সংস্থা বিনিয়োগ পরিকাঠামো মূলক কাজকর্মে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এবারই পওথম এই ধরনের বন্ডের কথা বলা হচ্ছে তা নয়। এর অগে ১৯৮১ সালে ২০১৬ সালের প্রায় এই ধরনের বন্ড বাজারে আনা হয়েছিল। কালো টাকা উদ্ধারে ১৯৮১ সালে যে বন্ড বাজারে ছাড়া হয়েছিল তাতে কিন্তু আয় গোপন করার সবরকম অপরাধ ক্ষমা করার কথা হয়নি। বন্ডে গোপন আয়ের টাকা ঢাললেও কর ফাঁকি দেবার জন্য যেমন আইনী প্রক্রিয়া রয়েছে তার মুখোমুখি হতে হত।

২০১৬তে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ ডিপোজিট স্কিম, ঘোষিত হয়েছিল। কর, সারচার্জ, পেনাল্টি দিতে অঘোষিত আয় এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেত। এই দুটো প্রকল্পে তেমন সাড়া মেলেনি অঘোষিত আয়ের জন্য বিভিন্ন আইনে যেসব শাস্তির বিধান রয়েছে তা থেকে পুরোপুরি ছাড় মিলত না। ভাল্লা পরামর্শ গ্রুপের এবারের সুপারিশ অনেকটা ব্যতিক্রমী। আইনী শাস্তির ছাড় দেবার ব্যাপারে তারা যেন উদার প্রস্তাবিত এই বন্ডে বিনিয়োগ করলে আয় জেগাপন করার জন্য কোনও আইনেই কোনও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না, তিনি থাকবেন সবরকম শাস্তি, জরিমানার ঊর্ধ্বে।

ভাল্লা পরামর্শ গ্রুপের সুপারিশ ভা প্রতিবেদন এখনও সুপারিশ স্তরেই রয়ে গেছে। সকারিভাবে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত বন্ডে যারা টাকা জমা করবেন, তাদের নামধাম প্রকাশ, কতদিন বন্ড বাজারে থাকবে, ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। সরকারের হাতে এসব সিদ্ধান্তেরভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই বন্ড চালু করার ব্যাপারে মোদি সরকার কিছুটা দোলাচলে। আর্থিক অবস্থায় যা হাল তাতে এই বন্ড চালু করলে বাড়তি কুড়ি হাতে আসতে পারে। শাস্তি ছারে যে বহর তাতে করফাঁকি যারা দিয়েছেন তারা উৎসাহিত হবেন বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ স ংস্থান এই বন্ড একথার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। এছাড়া কালো টাকা উদ্ধারে এই বন্ড বললে নোটবন্দির ব্যর্থতা পরোক্ষে স্বীকার করে নিতে হয়। এই বন্ড শাস্তির ব্যাপক ছাড় মোদি সরকারকে বড়লোকের সরকার বলে কালো রঙে দাগিয়ে দেবে বলে অনেকের আশঙ্কা। কোনওকোনও মহল এই বন্ড বাজারে আনার জন্য জোর সওয়াল করলেও মোদি সরকারে শীর্ষ স্থানীয়রা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না।

(দৈঃ স্টেটসঃ)

ডিসিপলিনের ভূমিকা আসলে ব্যাকরণ শেখার মত

মনোজ মিত্র

উথালপাথাল জ্যোৎস্না তখন পালতোলা নৌকার মত রাজবাড়ির ভুট্টাখেতে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে ছুটোছুটি করছে। লম্বা শিকঅলা দোতলার জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই বুঝি ধরা ছোঁয়া যায়। হেনকালে এই পুরেনা গাঁ গঞ্জের তদনুরূপ পলস্তারা ঝরা র াজবাড়ির দেওয়ালের গোপন গর্তের মধ্যে তক্ষক ডেকে উঠল পরপর দুবার। ভয়ে গা কেঁপে উঠতে ঘুম ছুটে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসতে বসতে শুনলাম তপনদা বলছেন, কি কাল যে খুব বলছিলেন, আমি শৈশবে গাঁ ঘরে থেকেছি, ওসব তক্ষক ফক্ষকের ডাক এ কান দি ঢুকিয়ে ওকান দিয়ে কত বের করে দিয়েছে। কিঞ্চিত অভিমানী গলায় চলচ্চিত্রকর তপন সিনহা বললেন, আম রা আজন্ম শহরে লালিত পালিত বলে কোথায় যেন একটু তুচ্ছজ্ঞান করা।

ছি ছি। এ কি কথা বলছেন আপনি তপনবাবু। ঘরের তিন নম্বর খাটে সটান উঠে বসলেন বিমল মুখোপাধ্যায়। তপন সিনহার ইউনিটের চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরাম্যান। তা, চিত্রগ্রহণে এই প্রবীণ কতখানি নিপুন আর নিখুঁত ছিলেন, মানুষের উক্তির রসগ্রহণে ততখানি মনস্ক ছিলেন না বোধহয়। ভালোবাসা বন্ধুত্বের মধেও দূরত্ব বজায় রাখতেন বলেই মনে হত। একটা দুটো কথার পরেই এলোমেলো হয়ে যেতেন মানুষটি। বিমলবাবুর ওপর তপনদার অটুট ভরসা এবং ভালবাসাও দেখেছি অগাধ।

বিমলবাবুকে আশ্বস্ত করে ঘুমতে বলে আমরা দুজনে গত রাত্রের মতো গিয়ে বসলাম বারান্দা?। সে মুহূর্তে মনে হল জ্যোৎস্না জড়ে আমরা যেন ভেসে চলেছি কোনও অচেনা রাজ্যে।

ভাগলপুরে প্রশাসনিক বৃ্যবস্থার মধ্যেই ২৫ কিলোমিটার দূরের সুলতানগঞ্জও পড়ে। তপনদা বললেন, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে মুনমুন সেন আর আলপনাকে ভাগলপুরে রাখার ব্যবস্থা করলে বলাই। তক্ষকের ডাক শুনলে কি হত আজ। বৈদুর্য রহস্য এ আর যারা ছিলেন--- বসন্ত চৌধুরী, নিমূল কুমার, তাপস পাল, রমে রায় চৌধুরী, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা। তাপস আর ভীষ্ম ছাড়া বাকিদের কাজ হবে কলকত্যা স্টুডিওতে। এখানেই এই সুলতানগঞ্জে এসেছি আমরা তপন সিনহার রহস্য চভি বৈদুর্য রহস্যর সুটিংয়ে। সুলতানগঞ্জে গঙ্গা অতি প্রশস্ত চার।পাশে জল, মাঝখানে গৈবীনাথের যে মন্দির আছে, পাড়ে দাঁড়িয়ে একবার দেখলে এ জীবনে ভোলা যায় না তার রূপবাহার ---রাত্রের অত্রোলাক ঐস্বর্য কাল দেখেছিলাম। শুটিং দেখতে তত নয়, দলে দলে যত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ্য ওই মন্দির। বাবা গৈবীনাথের পায়ের ফুল, সিদুর বিক্রিম করছে লাল উড়িনি গায়ে যে ব্রাহ্মণ, তার কুটকুটে ময়লা কলকেতে কি যে পুড়ছে--- তামাক না গাঁজা, মালুম হয় না। টিয়ে পাখির ঠোঁটে ওঠা খামের মধ্যে মানুষের ভূত ভবিষ্যত বর্তমান কলকাতার স্ত্রাথেও দেখেছি, ছিল না কোন কালে? গ্রিস দেশে ডেলফির মন্দিরেও ছিল--- আজও দেখলাম বাবা গৈবীনাথের মহল্লায়।

সুলতানগঞ্জ নিয়ে যত কথা কাল সারাদিন গঙ্গার পাড়ে ক াটিয়ে শুনলাম, তার কটা কথাই বা জানা ছিল কালকের আগে। গঙ্গাতীরে পুরাতত্ত্ববিদেরও দেখা মিলল। তিনি জানালেলন--- মহাভারতে আছে, মহাবীর কর্ণ কৌরবপক্ষে নাম লেখালে দুর্যোদন যে অঙ্গদেশ দান করেছিলেন, তাতে সে রাজ্য এই গঙ্গাতীর বর্তী জলজ্যান্ত ভুকন্ডই। গঙ্গাতীরের নিত্যদিনের পন্ডিতরাই জানালেন, পুরাকালে জহ্নুমুনি এখানে তপস্যায় বসেছিলেন। উচ্ছল গঙ্গাপ্রবাহে তিনি বিঘ্ন বোধ করেন। খেপে গিয়ে একচুমুকে গঙ্গাকে শুয়ে নিলেন জহ্নুমুনির। গঙ্গার এই পরিণামে ভগীরথ ছুটে এসে ঋষি জহ্নুকে অনেক বলে কয়ে শান্ত করলেন। ঋষিও পুনরায় সব জল উগরে দিয়ে পুনর্জন্ম দান করলেন। অতঃপর জহ্নুকন্যা লাস্যময়ী জাহ্নবী পুর্ণ গৌরবে এবং সৌন্দর্যে এগিয়ে চলতে থাকে সমুদ্রের দিকে। সুলতানগঞ্জ এসব পুরাকথায় বেসাতিও করে।

বিমলদা ঘুমাচ্ছেন। থেকে থেকে তক্ষকও ডাকছে।

তপনদা বললেন, ছবি করতে এসে আমরা আর কতটুকু অসুবিধা ভোগ করছি, সারাজীবন কে, কি লড়াই করেছেন তার হিসেবে কে রাখে? কথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে এল চলচ্চিত্রের আবিষ্কর্তা ফ্রিজ গ্রিনের জীবন ও কর্ম নিয়ে তৈরি ম্যাজিক বক্স ছবির কথা আর কাহিনি।

ম্যাজিক বক্স ছবিতে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র'র অবিসংবিদাতি নায়ক স্যার লসেন্র অলিভারকে যে ছবিতে মাত্র একটি দৃশ্যেই শুধু দেখা গিয়েছে, তাই নয়, তার সংলপানও ছিলবলতে গেলে মাত্র এখটি। সারাক্ষণ ধাঁড়িয়ে সহ অভিনেতারকথা শোনা আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ কড়ই ছিল তার মূল কাজ। গলা খুলে বলার কথা একটিই। মাঝখানে ঘুটিকয় অ্যা, হ্যাঁ হু, হু, তাই না কি, আচ্ছা, তাই বুঝি, ঘাড় নাড়া, হাই তোলা, উঃ কি কান্ড--- জাতীয় ফাঁকফোকর বন্ধ করা। চলচিচত্রের আবিষ্কর্তা ফ্রিজ গ্রিনের জীবন ও কর্ম নিয়ে তৈরি ম্যাজিক বক্স এর মূল চরিত্রে ছিলেন প্রখ্যাত রবার্টা ডোনেট। স্যার লরেন্সের ভূমিকাটি ছিল— মাঝরাত্তিরে পথপাহারায় নিযুক্ত নাম না জানা এক পুলিশ কনস্টেবরে। শুনলে অবাক হতে হয়, লরেন্স, অলিভারের কাছে পান্ডুলিপি পাঠিয়ে অনুরারোধ করা হয়েছিল,--- অনুগ্রহ করে তিনি যেন তার পছন্দের চরিত্রটি বেছে নেন। পুলিশ কনস্টেবল কি করে তার পছন্দের চরিত্র হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেল। সংলপা বলতে বিদায় নেয়ার সময় যেটুকু ছিল। দৃশ্যটির আগুপিছু এরকম--- মধ্যরাত্রে ফ্রিজ গ্রিন তার ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ করতে করতে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন স্থিরচিত্রের চলমান হয়ে উঠার শক্তি, যাকে বলে চলচ্ছক্তি। অভাবিত অকল্পনীয় চমকে গ্রিণ প্রথমে বিমূঢ়, পরক্ষণে আনন্দে উত্তেজনায় পাগল-পাগল। বৃদ্ধগ্রিন কথা বলতে চাইছেন, অনেক কথা যেন জমে অছে তার। কিন্তু বলবেন কাকে? লোক কই? নীরব নিথর রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ নেমে এলেন ল্যাবরেটরির সিঁড়ি বেয়ে। দিশেহারা গবেষক পথে বেরিয়ে এসে হুড়মড়িয়ে পড়লেন তাকেই অবাক হয়ে দেখতে থাকা কতর্ব্যরত কনস্টেবলের ঘাড়ে ওফর। কথা শোনোর এখটি লোক পেয়ে গ্রিন প্রথমে তড়বড় করে দিতে লাগলেন তার গবেষণা ও আবিষ্কারের সোজসাপ্টা খবরগুল, তারপর ঢুকলেন তার নিজের জীবনকাহিনিতে। এ এখটি দীর্ঘকালীন গবেষণা মানু,ডে জীবনে কত কি যে ছিনিয়ে নেয়, দিতে লাগলেন তার হিসেব। কথ সুখস্বপন ভেঘে দেয়, কত আনন্দের নিরসন ঘটায়। কত পিরিয়জনকেই না ভুলিয়ে দে?। কত কি হারিয়েছেন বৃদ্ধ দিন রাত সব ভুলে ওই গভেষণাগারে পড়ে থেকে। পুলিশসশ সকেনস্টেবল মাঝরাথে পথের ওফর ধাঁয়িে ঘুনতে শুনছেআর শুনছে বলতে ব লতে বৃদ্ধেড অশ্রুপাত। কনস্টেবল চুপচাপ দেখছে আর দেখছে। সত্যি, দেখা আর শোনা আর দুচারটি হুঁ হ্যাঁ ছাড়া কি বা খারর আছে তার। কিই বা বলবে? এই উন্মাদ কি যে পয়েছে তার ল্যাবে, তবোঝার মতো কল্পনাই নেই বেচারির। বৃজধকে যেন ভিন্নগ্রহের বাসিন্দা বলেই বোধ হচ্ছে পথ পাহারায় নিযুক্ত কনস্টেবলের। বৃদ্ধ তাকে তক্ষুনি গবেষণাগার পরিদর্শনে আমন্ত্র জানালেন। আর অমনি হাতের ব্যাটনটায় তিড়িং করে পাকলাগিয়ে কনস্টেবলে সেটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বৃদ্ধের পিছু পিছু ভঁাটতে লাগল। রীতিমতো নিমন্ত্রিত ভিআইপিদের পদক্ষেপে চলতে লাগল ফ্রিজ গ্রিনের পাশে। দেখা যাচ্ছে--- ফ্রিজ গ্রিনরূপী রবার্ট ডোনেটের ওই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের সুযোগই পেলেন না কনস্টেবলরূপী স্যার ল রেন্স অলিভার। ভাবা যায়, ছবির চরিত্রটি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন তিনিই। ল্যাবরটেরি দেখে এবং আরও কয়েক ঝাঁক কথা শোনার পর বিদায় নেয়ার সময় কনস্টেবলের এখমাত্র সংলাপ— তোমার চোখের জলই জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি আজ কত সুখী।

না,শুধু কথার কথা নয়। দৃশ্যটিতে আরও যা লক্ষণীয়, আবেগ আর অনুভূতির এমন পরামাশ্চর্য যুগলবন্দি কত বা আর দেখা যায় থিয়েটারে সিনেমায়? বারান্দায় চলতে চলতে, ভুট্টাখেতের জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম বোধহয়— কোথায় এসেছিত, কেন এসেছি.

তা, কিউ ধরা অভিনয়ের বদঅভ্যাসটি তাড়াতে মনোচিকিৎসকরা সাইকোথেরাপির কত দাওয়াই বের করে ফেলেছেন. তপনদা বলছিলনে, আমি সাউন্ড টেকনোলজি পড়তে পাড়ি দিয়েছিলাম সাগরপাড়ে। আমরা সহপাঠীদের একজনের ছিল বোধহয় একটু মনোবিজ্ঞানের পাঠ নেয়া। সেই সুবাদে মাঝে মাঝেই বপত, অভিনেতারা যদি পরম্পস্তরেকথা শোনায় মনোযগো। হয়, তবে তারা এন কিছু উদ্দীপক পেয়ে যেগুতে পারে, যা তারা একশোটা রিহার্সালেও পায়নি। বক্তার উদ্দেশ্য, অভিপআয় এমনকি অবচেতন মনের বাসনার উঁকিঝুকি--- অনেক কিছুই শ্রোতার কাছে ধরাপ ড়বে। সে কিছুমাত্র ভুল বলেনি। সত্যিই থিটোরে নীরব, নিশ্চল শ্রোতার চরিত্রে অভিনয় করার লোক পাও?া যায় না। কে বোঝাবে— স্টেজে ঘোরাফেরা আর বকবক করাতেইঅভিনয় নয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাতেও সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়।

তপনদা বলে চলেছেন, ব্যাপার হল, আমরা যখন এসব বলেছি, তখন সদ্য নির্বাক যুগ পেরিয়ে চলচ্চিত্র সবাক যুগে ডুকেছে। আর সবেমাত্র কণ্ঠ ব্যবহারের স্বাধীনতা পেয়ে সিনেমার অভিনেতারা ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করেছেন থিয়েটারে। কথা কেমন করে বলতে হয়, সে পাঠ নেবেন তারা থিয়েটার থেকে। নির্বাক ছবিতে সে অভ্যাসই তো তাদের ছিল না। ফলে ক থার পর কথা। মনোজগতে উদ্দীপকের পরে আসে সংবেদন, তারপরে আসে প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা বা জ্ঞান--- তার পরে অনুভূতি আবেগ, তারপরে প্রতিক্রিয়া। ওদের অভিনয়ে প্রথম ধাপগুলো ছিল না, ছিল খালি প্রতিক্রিয়া। সঠিক অভিনয়টা এসেছিল আড্ও পরে, মার্লন ব্র্যান্ডোদের হাত ধরে। ব্র্যান্ডো যে চিন্তা করে তারপর সংলাপ বলতেন শুধু তাই নয়, তিনি যে চিন্তা করছেন, মনে মনে বিচার করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন--- সেটাও দেখিয়ে দিতেন দর্শককে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারটা শুরু করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, দিলীপ কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে নাসিরুদ্দিন, ওম পুরী এবং আরও অনেকের কাছে পেয়েছি এটা। তপনদা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন কথাটা। থিয়েটারের অভিনয়ের খামতির মূলে আছে--- অভিনেতারা এখানে মনের দিকটাকে আগ্রাহ্য করে শরীরটাকে বেশি ব্যবহার করতে শেখে। ডিসিপ্লিনের ভূমিকা আসলে জীবনে ব্যাকরণ শেখার মতো। পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে, তা বুঝতে এবং পদক্ষেপ গুছিয়ে তুলতে ডিসিপ্লিন সহায়তা করে। আবার, নিয়মের প্রতি পূর্ণ অনুধাবনই নিয়ম লঙ্ঘনের সলতে উসকে দেয়। আমআদমি শেষ বয়সে গিয়ে শরীর ও স্বাস্থ্যকে নিয়মের কড়া নিগড়ে বেঁধে ফেলতে চায়। এই কথাটি বোঝে না যে সময়ে কিছু ডিসিপ্লিন মেনে চললে, শেষ বয়সেও কিছু নিয়ম না মানার ছাড়পত্র মিলত। প্রথম একাদশে খেলুন বা না খেলুন, বাধ্যতামূলক কয়েক পাক দৌড়াতেই হবে শুরুতে। নইলে হঠাৎ ছুটতে গিয়ে খিচ লেগে যেতে পারে। নিয়ম বনাম বেনিয়মের বখেড়ায় এটুকু সংকেত মনে রাখলেই যথেষ্ট।

(প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

অসহনীয় পর্যায়ে ঢাকার বায়ু দূষণ: মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।।ঢাকা সিটিতে বায়ু দূষণের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন। তিনি বলেন, মূলত তিন কারণে ঢাকাসহ সারাদেশে বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়ছে। সেগুলো হলো- ইটভাটা, মোটরযানের কালো ধোঁয়া এবং যথেচ্ছ নির্মাণকাজ।

সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকার বায়ু ও শব্দ দূষণ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার শুরুতে তিনি এসব কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন, কীভাবে জনগণকে বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত করতে পারি সে জন্য এ সভা ডাকা হয়েছে। ঢাকা সিটিতে বায়ু দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সরকারি বেসরকারি অবকাঠামো ও বিভিন্ন কাজে সমন্বয় করা প্রয়োজন। ইউটিলিটি সার্ভিসের কাজের জন্য সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেস-হাইওয়েসহ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।তিনি বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে ভবন নির্মাণের সময় পানি ছিটানো, যন্ত্রপাতি যত্রতত্র ফেলে না রাখা ও নির্মাণের ক্ষেত্র নির্ধারিত বেষ্টনীর মধ্যে আছে কি না তা দেখতে হবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বায়ু দূষণের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এ সমস্যা রোধে মূল দায়িত্ব পরিবেশ অধিদফতরের। ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান বাড়ানো হয়েছে।

শাহাব উদ্দিন জানান, বাংলাদেশে বায়ু দূষণের উৎস নিয়ে চলতি বছরের মার্চে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংক। তাতে দেখা যায়, দেশে বায়ু দূষণের প্রধান তিনটি উৎস হচ্ছে- ইটভাটা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও নির্মাণকাজ। আট বছর ধরে এ তিন উৎস ক্রমেই বাড়ছে।২০১৩ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে দেশের ইটভাটাগুলোর ওপর একটি জরিপ করা হয়। তাতে দেখা যায়, দেশে ইটভাটার সংখ্যা ৪ হাজার ৯৯৫টি। ২০১৮ সালে পরিবেশ অধিদফতরের জরিপে দেখা যায়, ইটভাটার সংখ্যা বেড়ে ৭ হাজার ৯০২টি হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৮৭টি ইটভাটা ঢাকা বিভাগের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ওই গবেষণার তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালে দেশে মোট যানবাহনের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৭।

২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ১৯ হাজার ৬৫৪।মন্ত্রী জানান, প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোট আইইউসিএন'র এ দেশীয় পরিচালক রাকিবুল আমিনের মতে, বায়ু দূষণ মোকাবিলার প্রথম কাজ হচ্ছে দূষণের উৎস বন্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, শহরের বিভিন্ন স্থানে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং জলাশয়গুলো রক্ষা করা। এ দূষিত বায়ুর মধ্যে নগরের মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবে, সে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। তবে সবার আগে বায়ু দূষণকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট হিসেবে দেখতে হবে।তিনি আরও বলেন, ভবন ও অবকাঠামো উন্নয়নকাজ উন্মুক্তভাবে করার ফলে শহরের বাতাসে ধুলোবালির পরিমাণ বাড়ছে। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এবং বড় বড় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অর্থাৎ এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, মেট্রোরেলসহ অন্যান্য প্রকল্প কার্যকর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রতিপালন, সঠিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণপূর্বক মাটি, বালি ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন ও সংরক্ষণ, কার্যকর কর্ম পরিবেশ রক্ষা করা, সময় মত রাস্তাঘাট সংস্কার ও মেরামত ও বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত পানি ছিটানোসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।মন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নির্মাণ। প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ সামগ্রী অর্থাৎ মাটি ও বালির একটি অংশ রাস্তার পড়ে যাচ্ছে, যা পরে বায়ু দূষণের সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ, ড্রেন পরিষ্কার করে ময়লা ড্রেনের পাশেই দীর্ঘদিন রাখা ও সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য পরিবহনের সময় অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থাপনার ফলে একটি অংশ রাস্তার ফেলে দেয়া হচ্ছে। এ সব বর্জ্য ও ময়লা-আবর্জনার ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের ফলে বায়ু দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে।

এ বিষয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রমের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি মাসে হাইকোর্ট বিভাগে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়।

অনুমতি না নিয়ে বিএনপির সভা-সমাবেশ করার ঘোষণা হাস্যকর সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, অনুমতি না নিয়ে বিএনপির সভা-সমাবেশ করার ঘোষণা হাস্যকর।

অনুমতি না নিয়ে সভা-সমাবেশ করার সেই সাহস, শক্তি বা সক্ষমতা বিএনপির নেই।সোমবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন,বিএনপি নেতারা তাদের নেত্রীকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে ৫০০ কর্মী নিয়ে একটি মিছিল-মিটিং করতে পারেনি। তারা কীভাবে অনুমতি না নিয়ে সভা-সমাবেশ করবে? বিষয়টি হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়। অনুমতি না নিয়ে সভা-সমাবেশ করার সেই সাহস, শক্তি বা সক্ষমতা বিএনপির নেই।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন আমরাও অনুমতি না নিয়ে সভা-সমাবেশ করতে পারিনি। আমাদের সময় এমনও হয়েছে, আগের দিন রাতে আমরা সভার অনুমতি পেয়েছি।নতুন সড়ক পরিবহন আইনের সহনীয় প্রয়াগ করা হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আইনের প্রয়োগে যতটা সহনীয়ভাবে দেখানো যায় দেখব। বাস্তবতার নিরিখে রয়ে সয়ে চলতে হবে।

কারণ, বাস্তবতা ভিন্ন। সিদ্ধান্ত তো চাপিয়ে দেয়া হয়নি, সবার সঙ্গে আলোচনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, সড়ক আইনের বিষয়টি নিয়ে সমস্যা সমাধানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যখন পরিবহন নেতাদের সঙ্গে তিনি যখন বৈঠক করেছেন আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদি যাচাই-বাছাই করে সংশোধনের কোনো বাস্তবসম্মত, যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত কোনো বিষয় থাকে সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, যাচাই-বাছাই করার আগে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগে তাদের দাবি নিয়ে হুট করে আমি তো কোনো মন্তব্য করতে পারিনা। আইন টি যেহেতু সংসদে পাশ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বিষয়টি আলোচনা করব।

বিআরটিএ'র জনবল বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দ্রুত জনবল সংকটের সমাধান হবে। চালক তৈরির জন্য বিরাট প্রকল্প আছে, বিআরটিসি ও বিআরটিএ উদ্যোগ নিয়েছে। দক্ষ চালক সৃষ্টিতে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

দেশে সংকট সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের পতন ঘটানো যাবে না : হানিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে রাজনীতি করে সরকারকে বিব্রত করতে চায়।তিনি বলেন,বিএনপি জামায়াত সংকট সৃষ্টি করে সরকারকে বিব্রত করতে চায়, বিপর্যস্ত করতে চায়, জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে রাজনীতি করতে চায়।হানিফ আরো বলেন, পরিবহন সংকট, দ্রব্যমূল্যর উর্দ্গতির সংকট সৃষ্টি করে তারা (বিএনপি-জামায়াত) সরকারের পতন ঘটাতে চায়।

আওয়ামী লীগের অন্যতম মুখপাত্র মাহবুব-উল আলম হানিফ সোমবার সকালে জেলা শহরের স্থানীয় রাজার মাঠে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ক্যশৈহ্লা মার্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের উপ-দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার দিলীপ বড়ুয়া ও উপ- প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বাসন্তী চাকমা এমপি ও কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এমপি।সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। হানিফ বলেন, বিএনপি জামায়াত দেশকে অস্থিতীশীল করতে চায়। তাদের লক্ষ্য দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা। আওয়ামী লীগের শিকড় অনেক গভীরে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংকট সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের পতন ঘটানো যাবে না।হানিফ বলেন, যারা পাহাড়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে তাদের দিয়ে এই পাহাড়ের মানুষের কারো উপকার হবে না, কল্যাণ হবে না।তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য শান্তি চুক্তি করেছেন। তাই শান্তি চুক্তির প্রত্যেকটি ধারা বাস্তবায়ন করা হবে।

এর আগে সকাল ১০ টায় স্থানীয় রাজার মাঠে জাতীয় সংগীত ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়।সম্মেলনকে সফল করতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে। জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন।পরে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে ক্যশৈহ্লা মার্মা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ইসলাম বেবীকে নির্বাচিত করা হয়।

বাংলাদেশ ভূখন্ডে আছড়ে পড়ল ভারতের আবহাওয়া যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করা ভারতীয় এক গবেষকের আবহাওয়া মাপার যন্ত্র উড়ে এস পড়ে বাংলাদেশ ভূখ-। পরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে যন্ত্রটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।গত রবিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যার দিকে একটি বিশাল আকৃতির পলিথিনের বেলুন উড়ে এসে দামুড়হুদার দেউলী গ্রামের আবুল কালামের গম খেতে পড়ে। ওই বেলুনের সাথে ছিল প্লাস্টিকের আদলের একটি সোলারবক্স, একটি ব্যাটারি ও তিন মাথাওয়ালা ক্যামেরার সমন্বয়ে একটি সার্কিট। বাক্সটির প্যাকেটে ভারতীয় ছোট আকৃতির পতাকা দিয়ে ওপরের অংশ ঢাকা ছিল।ওসি সুকুমার বিশ্বাস বলেন,বেলুনের সাহায্যে উড়ে আসা যন্ত্রপাতিগুলো আবহাওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা মাপার যন্ত্র।তিনি জানান, ভারতীয় পতাকা সম্বলিত বাক্সের গায়ে বাংলায় লেখা ছিল,বেলুন ফোলা অবস্থায় ধূমপান করবেন না, বাক্সটিকে জলে ডোবাবেন না, লাঠির আঘাত করবেন না, আগুনে পোড়াবেন না, পুলিশ বা সংস্থার কর্তৃপক্ষ না আসা পর্যন্ত হাত দেবেন না, বাক্সটি ক্ষতি বা আঘাত করা আইনত দ-নীয় অপরাধ, বাক্সটি বিপদজনক নয়।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন,বাক্সটির গায়ে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি এটি আবহাওয়া ও বৃষ্টি মাপার যন্ত্র। ভারতের কৃষ্ণনগরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জিব চক্রবর্তী এটির আবিষ্কারক।তিনি আরও বলেন,মূলত জয়বায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নিরুপণের যন্ত্র এটি। পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় অতিরিক্ত বাতাসের কারণে রাডার থেকে ছিটকে বাংলাদেশের ভুখন্ডে চলে আসে বলে অধ্যাপক সঞ্জিব চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

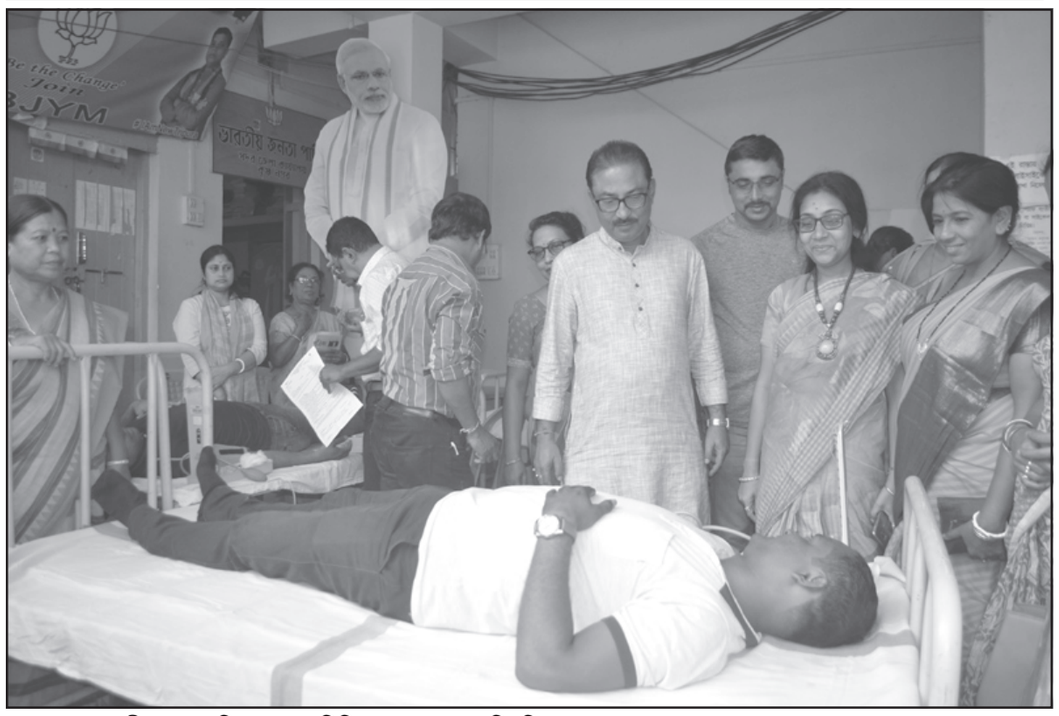

সোমবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতারা। ছবি- নিজস্ব।

কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীকে শো কজ করল নির্বাচন কমিশন

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ নভেম্বর (হি.স): কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীকে শো কজ করল নির্বাচন কমিশন। ভোট কক্ষে সস্ত্রীক ভোট দেওয়ার অভিযোগে সোমবার কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী কমল সরকারকে শো কজ করলেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি ওই বুথ অর্থাৎ ৩৪/৮৬ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স পোলিং অফিসারকেও অপসারণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী কমল সরকার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোটকক্ষে ভোট দেন। কমিশনের মিডিয়া মনিটরিং সেলেরও নজরে আসে বিষয়টি। জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়।

এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার ৮৬ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী কমল সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তোলে তৃণমূল কংগ্রেস।

অবশ্য কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী কমল সরকারের বক্তব্য, 'আমি সবসময় স্ত্রীর সঙ্গেই থাকি। আমি ভোট দেওয়ার সময় আমার স্ত্রী পাশে ছিল।

স্ত্রী ভোট দেওয়ার সময় আমি পাশে ছিলাম। আগামী দিনেও এভাবে ভোট দেব।'

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের কালিয়াগঞ্জ শহরের সভাপতি কার্তিক চন্দ্র পাল অভিযোগ করেন, নিজের ভোট দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ভোটদান কক্ষে প্রবেশ করে স্ত্রীর ভোটও দিয়ে দেন কমল সরকার। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও বেআইনি।

তিনি জানান, এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কালিয়াগঞ্জে বিধানসভা উপনির্বাচন এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ। ২৭০ বুথের কোনওটি থেকেই এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এখানে ১৩১টি বুথে পাহারায় রয়েছে আধাসেনা। নিরাপত্তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল কোনও অভিযোগ করেনি। একটি জায়গায় ইভিএম খারাপ থাকায় দু'ঘণ্টা পর ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এতে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ভোটারদের মধ্যে।

কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার ২৭০ টি বুথে ভোটদান করবেন ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৬৯ জন ভোটার। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ২৭০ টি বুথের জন্য ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি বুথের বাইরে থাকছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ। বিধানসভার ৮০ শতাংশ বুথেই রয়েছে নজরদারি করার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা। আছে ওয়েব ক্যামেরাও। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বাংলাদেশ ভূখন্ডে আছড়ে পড়ল ভারতের আবহাওয়া যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করা ভারতীয় এক গবেষকের আবহাওয়া মাপার যন্ত্র উড়ে এস পড়ে বাংলাদেশ ভূখ-। পরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে যন্ত্রটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।গত রবিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যার দিকে একটি বিশাল আকৃতির পলিথিনের বেলুন উড়ে এসে দামুড়হুদার দেউলী গ্রামের আবুল কালামের গম খেতে পড়ে। ওই বেলুনের সাথে ছিল প্লাস্টিকের আদলের একটি সোলারবক্স, একটি ব্যাটারি ও তিন মাথাওয়ালা ক্যামেরার সমন্বয়ে একটি সার্কিট। বাক্সটির প্যাকেটে ভারতীয় ছোট আকৃতির পতাকা দিয়ে ওপরের অংশ ঢাকা ছিল।ওসি সুকুমার বিশ্বাস বলেন,বেলুনের সাহায্যে উড়ে আসা যন্ত্রপাতিগুলো আবহাওয়া ও বৃষ্টির সম্ভাবনা মাপার যন্ত্র।তিনি জানান, ভারতীয় পতাকা সম্বলিত বাক্সের গায়ে বাংলায় লেখা ছিল,বেলুন ফোলা অবস্থায় ধূমপান করবেন না, বাক্সটিকে জলে ডোবাবেন না, লাঠির আঘাত করবেন না, আগুনে পোড়াবেন না, পুলিশ বা সংস্থার কর্তৃপক্ষ না আসা পর্যন্ত হাত দেবেন না, বাক্সটি ক্ষতি বা আঘাত করা আইনত দ-নীয় অপরাধ, বাক্সটি বিপদজনক নয়।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন,বাক্সটির গায়ে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি এটি আবহাওয়া ও বৃষ্টি মাপার যন্ত্র। ভারতের কৃষ্ণনগরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জিব চক্রবর্তী এটির আবিষ্কারক।তিনি আরও বলেন,মূলত জয়বায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নিরুপণের যন্ত্র এটি। পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের সময় অতিরিক্ত বাতাসের কারণে রাডার থেকে ছিটকে বাংলাদেশের ভুখন্ডে চলে আসে বলে অধ্যাপক সঞ্জিব চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে রাজীব কুমার-সিবিআই মামলার শুনানি

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল রাজীব কুমার-সিবিআই মামলার শুনানি। এই মামলার শুনানি ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত মুলতবি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে চিটফান্ড মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট যে রক্ষাকবচ দিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের শীর্ষ আদালতে পিটিশন দাখিল করে সিবিআই। সোমবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সিবিআইয়ের তরফে বলা হয়, কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটা অন্য কোর্টে অন্য মামলায় ব্যস্ত আছেন। তাই শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হোক।

প্রধান বিচারপতি এসএস বোবদের আদালতে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এদিন সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর হবে এই মামলার শুনানি।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে চার দিনের রুদ্ধদ্বার শুনানি শেষ হওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সি এবং বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্ত রায় দান স্থগিত রাখেন। বিচারপতিরা ১ অক্টোবরের রায়ে ১লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে রাজীব কুমারের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। সেই রায়ের ফলে সারদা চিটফান্ড মামলায় কলকাতার প্রাক্তন নগরপালকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই। হাইকোর্টের রায়ে জানানো হয়, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন নেই। এছাড়া, রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিতে হবে সিবিআইকে। তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে রাজীব কুমারকে হাজিরা দিতেই হবে বলেও জানিয়েছিল আদালত। পাসপোর্ট জমা রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানকে। এর পরে সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। রাজীব কুমারের জামিন বাতিলের আর্জি জানানো হয় । সুপ্রিম কোর্টে পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার ঠিক আগের দিন দায়ের হয় এই মামলা । যার শুনানি হয় আজ সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি এসএস বোবদের আদালতে ।

হাইকোর্টই রাজীব কুমারের ওপর থেকে আইনি রক্ষাকবচ সরিয়ে নিয়েছিল। তারপর টানা ১৭ দিন ধরে আদালতে আদালতে ঘোরেন রাজীব কুমার। প্রথমে বারাসত কোর্ট। সেখানে এক্তিয়ারের প্রশ্ন ওঠায় রাজীব কুমারের আবেদন গৃহীতই হয়নি। তারপর বারাসত জেলা জজ কোর্ট। জেলা জজ বলেন, সারদার মূল মামলা যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, তাই উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা আদালত এর শুনানি করতে পারে না। তাঁকে আবেদন করতে হলে, তা করতে হবে আলিপুর আদালতে। আলিপুর আদালতে যান বর্তমান এডিজিজি সিআইডি। কিন্তু বড় ধাক্কা খেতে হয় চিটফান্ড তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল সিটের প্রাক্তন প্রধানকে। আলিপুর আদালত রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

তারপর আলিপুর আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আসেন রাজীব কুমারের আইনজীবীরা। এর মধ্যেই চলতে থাকে রাজীব কুমারের খোঁজে তল্লাশি। দিল্লি থেকে বিশেষ টিমকে কলকাতায় নিয়ে আসে সিবিআই। কিন্তু কলকাতা, কলকাতার উপকণ্ঠ এমনকি পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় হানা দিয়েও রাজীব কুমারের টিকিও পায়নি সিবিআই। চিঠি দিয়ে ডিজি, স্বরাষ্ট্রসচিব, মুখ্যসচিবের থেকে সিবিআই জানতে চায় রাজীব কোথায় ? তাঁর বর্তমান অবস্থান কী ? কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি।

একের পর এক আদালতে ধাক্কা আর সিবিআইয়ের হন্যে হয়ে তল্লাশি সব মিলিয়ে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলেন এই দুঁদে আইপিএস। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর তাঁর স্বস্তি ফেরে। পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই।

কালিয়াগঞ্জে ছাপ্পাভোট সহ একাধিক অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ নভেম্বর (হি.স): কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে ছাপ্পাভোট সহ একাধিক অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব চললেও বেলা গড়াতেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ আসতে শুরু করে।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে। শুধু ছাপ্পাভোট নয় পাশাপাশি বুথজ্যামেরও অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু বুথে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েরা পুরুষতন্ত্রের শিকার, মুখ খুললেন তপসি

মুম্বই- নিজের মতামত স্পষ্ট করে বলতে জানেন অভিনেত্রী তপসি পান্নু। সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার চ্যাট শোয়ে এসে অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক নিয়ে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি।তপসি ছবি নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও বেশ ব্যতিক্রমী। কিন্তু এমনও হয়েছে, একটি ছবিতে নায়ক যত টাকা পারিশ্রমিক পান, ৫ থেকে ১০ শতাংশ মাত্র পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছেন তিনি। কাজের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়া, নায়কের সঙ্গে পারিশ্রমিকে এমন পার্থক্যে বেশ বিরক্তও হয়েছেন বলে জানান তপসি।তপসি নেহার পোডকাস্ট নো ফিল্টার নেহা-য় জানান, নায়ক যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পান তার ৫ থেকে ১০ শতাংশ পেলে খারাপ তো লাগবেই। ছবিটি সফল হলে হয়তো পরের ছবিতে বেশি পারিশ্রমিক পাব। এভাবেই হয়তো নায়কের পারিশ্রমিকের কাছাকাছি আমি পৌঁছবো। কিন্তু এই নিয়মটা খুব খারাপ। শুধু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নয়। অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতেও। আমরা এখানে তাই আমরা এখানেরটাই বেশি দেখি। আর তার জন্যই এই লড়াই। লিঙ্গের সাম্য আনার জন্যই এই লড়াই। সবার জন্যই যেন নিয়ম এক হয়। আমি কারওকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। আমি সাম্যের কথা বলছি।আর এই কারণেই মহিলা কেন্দ্রিক ছবি করছেন।

সম্প্রতি তপসি পান্নু ও ভূমি পেডনেকর অভিনীত সান্ড কি আঁখ মুক্তি পেয়েছে। এই ছবি নিয়ে বেশ আশাবাদী তপসি। তপসি এই বিষয়ে বলছেন, আমি আশা করছি সান্ড কি আঁখ ছবিতে আমরা যে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি তাতে চিত্র কিছুটা বদলাবে। এই দীপাবলিতে কিন্তু মহিলাকেন্দ্রিক কোনও ছবি মুক্তি পায়নি। আমার মনে নেই শেষ কবে মুক্তি পেয়েছিল। এই সময়টা দুজন জনপ্রিয় নায়কের মধ্যেই লড়াই চলে।ছবি মুক্তির ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয়। জানিয়েছেন তপসি। অভিনেত্রী বলছেন, যে সপ্তাহগুলিতে কোনও ছবি মুক্তির কথা থাকে না, তখন মহিলা কেন্দ্রিক ছবিগুলি মুক্তি পায়। আমি মজা করছি না। যে সপ্তাহগুলিতে সত্যিই কোনও কিছু থাকে না তখনই মুক্তি পায় আমাদের ছবি। এতে সত্যিই খারাপ লাগে। কারণ আমরাও একই পরিমাণ খাটি। শুধুমাত্র মহিলা কেন্দ্রিক ছবি বলেই কি এটা হয়।বদলা ছবির প্রসঙ্গেও তপসি বলেন, বদলা ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের থেকেও আমায় বেশি দিন ছবির শুটিং করতে হয়েছে। উনি হিরো ছিলেন আর আমি অ্যান্টাগনিস্ট। কিন্তু আমার অংশই বেশি ছিল। প্রথমে এই ছবিকে অমিতাভ বচ্চনের ছবিই বলা হচ্ছিল। কিন্তু আমিও একই রকম পরিশ্রম করেছিলাম। আর তাই আমি প্রশ্ন তোলার পরেই আমায় নিয়ে কথাবার্তা হয়। কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি পুরুষতন্ত্রে ভরা।

প্রসেনজিত-জয়া দু''জনেই বলে চেষ্টা করছি, বলে না সব করে ফেলব: অতনু

আপনার মতো নামী পরিচালক বলছেন সিনেমা ছেড়ে দেব?প্রথম কথা, আমি নামী নই। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, তুই এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াস! তোকে কেউ চিনতে পারে না?আমি বলেছিলাম, ''না''।সত্যিই আমায় কেউ চেনে না! ভাগ্যিস! একটা কথা বলা হয় আমার সম্পর্কে, আমি ''আন্ডাররেটেড''।আমি সেটাই থাকতে চাই। আমার রেটিং হয়ে গেলে আমি ভাবতে শুরু করব, আমি তো দারুণ! যা করব তাই দুর্ধর্ষ হবে। কাজের তাগিদ কমে যাবে। সিনেমা আর হবে না তখন! এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। বরং প্রতিটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, হবে তো?করতে পারব তো?এটাই যেন থাকে। আর সারা জীবন আমি সিনেমা করব না। আমি হয়তো লেখায় মন দেব। আমি সাংবাদিকতা পড়াই,সেটা নিয়েও থাকতে পারি। অভিনয় নিয়ে কিছু করব।গ্রাফিক্সে আমার প্রবল আগ্রহ, সে বিষয়েও কাজ করতে পারি। অনেক কিছু করার আছে আমার।আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন! প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়-জয়া আহসান আপনার ''রবিবার'' ছবির নতুন জুটি নিয়ে উন্মুখ বাংলা ছবির দর্শক !এই প্রথম ওরা একসঙ্গে। জুটিটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আসলে প্রসেনজিত-জয়া দু''জনেই নিজেদের পালটে ফেলার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা রাখে! আগে যা করিনি এ বার সেটা করব এই মনটা খুব শক্তিশালী ওদের। দু''জনেই ''রবিবার''-এর ওই দুটো চরিত্রে নিজেদের পুরে ফেলেছেন। এখন সিনেমার অভিনয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতার চেয়ে মনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সারা বিশ্বেই তাই। আমি কত দিন ধরে অভিনয় করছি সেই অভিজ্ঞতার চেয়ে আমি ওই চরিত্রে নিজেকে কতটা বসাচ্ছি সেটাই আসল। সেখান থেকে বেরিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার যে কঠিন কাজ সেটা প্রসেনজিত-জয়া ''রবিবার''-এ করে দেখিয়েছে। কাজ করতে করতে অভিনেতাদের হাসি,মজার দৃশ্য, সব এক রকম হয়ে যায়। এই গতানুগতিক অভিনয়ে নিঃসন্দেহে পারফেকশন আছে! কিন্তু সেটা একরকম! এটা তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী! ভাবছেন, আমি এটা দারুণ পারি। কিন্তু প্রসেনজিত-জয়া তা ভাবেন না। ওঁরা ভাবেন আমরা তো পারি না!এটা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ও ভাবেন?একদম। এটা ওর মস্ত বড় গুণ! ও জানে একটা চরিত্র করার জন্য বড়সড় প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল পরিশ্রম করতে হবে। এক দিন দেখি সেটেই টেনশনে বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার সহকারী বলছে, উনি বলছেন,আসছেন, আসছেন! প্রত্যেকটা শটের পর আমার মুখের দিকে তাকায়! ক্যামেরায় দেখে হয়তো বলল, ''চল এটা আর এক বার করি। চেষ্টা করি...'''', কোনও দিন বলে না, আমি করে ফেলব! সব সময় বলবে, চেষ্টা করি! জয়াও তাই।ওই চেষ্টা করি... এই জন্যই মনে হয় এত স্পার্ক দিতে পারবে এই দুই চরিত্র!আর কী আছে ''রবিবার''-এ?একটা দিনের গল্প। দুই মানুষের পনেরো বছর পরে দেখা। পনেরো বছর আগে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই পরিণত দুই মানুষের যখন এক দিনের জন্য দেখা হয় তখন স্বভাবতই ওইটুকু সময় তাদের প্রেম তৈরি হয়ে যাবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তা হলে কী হতে পারে?সেটাই বলবে ''রবিবার''।মিউজিক একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে এই ছবিতে। সেতারও আছে, আবার জ্যাজ। আমার তো মনে হয় দেবজ্যোতি মিশ্র-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ওর জীবনের অন্যতম সেরা কাজ! আর আছে মাঝবয়সীর প্রেম! যা বাংলা ছবিতে দেখান হয় না।ই যে মাঝবয়স,পরিণত মুখের কথা বলছেন। বাংলা ছবিতে কি পরিণত বয়সের আধিক্য?হ্যাঁ। কারণ সব থেকে পরিণত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন মাঝবয়সী। যত ক্ষণ না কোনও পরিচালকের তাগিদ আসবে অল্পবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করার তত ক্ষণ এই ধারা ফিরবে ইন্ডাস্ট্রিতে।ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গায় আজকের অতনু ঘোষ স্বচ্ছন্দ?না, কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি বস্তাপচা বাজারি গল্প নিয়ে কাজ করি না। আর আমাদের তো বদ্ধমূল ধারণা এখনও থেকে গিয়েছে। বক্স অফিস হিট মানে ভাল ছবি। যে ছবি মানুষ দেখল না সেটা বাজে। এই অপরিণত ধ্যানধারণা! আমি কিন্তু মূল ধারার ছবিই করি। আমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু নিয়ে তো কাজ করছি না। এমন বিষয় বাছছি যা চিরাচরিত হয়েও প্রচলিত নয়। এই নিয়ে চেষ্টা করেছি। সিনেমার ফর্ম নিয়ে তো বিরাট কিছু করিনি। তাই বিকল্প ধারার পরিচালক নই আমি।আপনি এমন পরিচালক যিনি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে খুব যুক্ত নন...নাহনই। পার্টিতে যাই না তো আমি। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ ছবি করলে, ভাল লাগলে লিখি সেটা নিয়ে। কেউ ভাবে হয়তো আমি দল পাকাচ্ছি। সেটা নয়। এই বোধ থেকেই তো এগারো বছরে আটটা ছবি হয়েছে। যথেষ্ট মনে হয় আমার। বললাম যে, চিরকাল সিনেমা করব না। আর আমি সেলিব্রিটিও নই। এখন যাঁদের মানুষ চেনেন, মানে মুখ চেনেন তাঁরাই সেলিব্রিটি! তাঁর কাজ ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

আপেলের খোসা ফেলে দিয়ে কি ক্ষতি করছেন জানেন?

প্রতিদিন একটা আপেল ডাক্তার থেকে দূরে রাখে''- ঠিক কেন, কীভাবে আপেল খাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং কীভাবে এটি আপনাকে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে, তা অনেকেরই অজানা।ডি কে পাবলিশিং হাউসের বই ''হিলিং ফুডস'' অনুসারে এই চমতকার ফলটি প্রোটিন ও আঁশ সমৃদ্ধ। এতে শর্করার পরিমাণ কম। তাই এটি হৃদরোগের সমস্যা কমাতে এবং রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে। এগুলো হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।কিন্তু আপনি কি জানেন, আপেলের খোসা আরও বেশি উপকারী? হ্যাঁ, আসলেই তাই। আপেলের খোসার উপকারিতা জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইউএনবি। কী রয়েছে আপেলের খোসায়?হজম শক্তি বাড়ায়আপেলের খোসায় রয়েছে পর্যাপ্ত আঁশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) মতে, আপেলের বেশিরভাগ আঁশ থাকে এর খোসাতে। আঁশ দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য খাবারের প্রতি লোভ কমায়। এ ছাড়া আঁশ হাড় ও যকৃত সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। আঁশ হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য ভালো এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উপকারী।ফুসফুস ভালো রাখেআপনার ফুসফুসের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সাহায্য করে কোয়ার্সিটিন নামক একটি শক্তিশালী যৌগ। এটি আপেলের খোসায় রয়েছে। এটি প্রদাহরোধী বলে পরিচিত। এটি হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে সুরক্ষা দেয়।ওজন কমায়আপেলের খোসা ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। আপেলের খোসার আঁশ দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং আরও বেশি খাবার খাওয়া থেকে আটকায়। এতে কম ক্যালোরি খাওয়া হয় আর ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ ছাড়া খোসাতে পলিফেনল রয়েছে। এটি কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি শোষণ করতে সাহায্য করে। আপেলের কম গ্লাইসেমিক সূচক (খোসাসহ) আপনার রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।হৃদরোগ থেকে সুরক্ষাআপেলের খোসা আপনাকে হৃদরোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, আপেলের খোসার পলিফেনলগুলো রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় এবং হৃদপিণ্ড সুস্থ রেখে শিরাগুলোর স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করতে সাহায্য করে।রয়েছে জরুরি ভিটামিনআপেলের খোসায় ভিটামিন এ, সি ও কে রয়েছে। এ ছাড়া এতে পটাসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের মতো অপরিহার্য খনিজ রয়েছে। এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই পুষ্টি সব আপনার হৃদয়, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ত্বক ও হাড় রক্ষা করতে সাহায্য করে।

প্রযোজনায় পা রেখেই সাহসী পদক্ষেপ, রাম মন্দির নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন কঙ্গনা

ফিল্ম কেরিয়ারে একের পর এক ছক্কা হাঁকাচ্ছেন কঙ্গনা রানাউত। চ্যালেঞ্জিং বিষয় নিয়ে বরাবরই তিনি ছবি করতে ভালবাসেন। তাই তো তাঁর তালিকায় রয়েছে ''কুইন'', ''ফ্যাশন'', ''মণিকর্ণিকা'', ''ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই''-এর মতো ছবি। এবার ফের তিনি হাতে নিতে চলেছেন একটি চ্যালেঞ্জিং ও বিতর্কিত বিষয়। অযোধ্যার রাম মন্দির। নিজের প্রথম প্রযোজিত ছবি তিনি এই বিষয়ের উপরই বানাতে চলেছেন। ছবির নাম ''অপরাজিত অযোধ্যা''। প্রযোজনা সংস্থার নাম কঙ্গনা দিয়েছেন মণিকর্ণিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।বহুদিন ধরেই নিজের অযোধ্যার রাম মন্দির। নিজের প্রথম প্রযোজিত ছবি তিনি এই বিষয়ের উপরই বানাতে চলেছেন। ছবির নাম ''অপরাজিত অযোধ্যা''। প্রযোজনা সংস্থার নাম কঙ্গনা দিয়েছেন মণিকর্ণিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।বহুদিন ধরেই নিজেবপ্রযোজনায় ছবি বানানোর পরিকল্পনা করছিলেন কঙ্গনা রানাউত। পরিচালকের ভূমিকায় তাঁর হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছে। ''মণিকর্ণিকা'' ছবিটি যৌথ পরিচালনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রযোজনা তিনি করেননি। এবার যখন প্রযোজনায় হাত দেওয়ার কথা ভাবলেন, তখন অযোধ্যার রাম মন্দিরের মতো বিষয় বেছে নিলেন তিনি। কঙ্গনা জানিয়েছেন, ১০০ বছর ধরে রাম মন্দির জ্বলন্ত ইস্যু। আটের দশকে যে শিশুটি জন্মেছিল, সে অযোধ্যার নাম শুনে বড় হয়েছে। কিন্তু তা নেতিবাচকভাবে। কারণ অযোধ্যা তখন থেকেই বিতর্কিত জমি। যেই জায়গা একজন ত্যাগের আদর্শে চালিত রাজার জন্ম দিয়েছিল, সেই জমি বিতর্কিত।যুগ যুগ ধরে এই ইস্যুটি নিয়েই এত আলোচনা-সমালোচনা। তাই তাঁর প্রযোজিত প্রথম ছবির জন্য এই ইস্যুটিকেই বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী।তবে অযোধ্যা ও রাম মন্দির নিয়ে যে এই প্রথম ছবি তৈরি হচ্ছে, তা নয়। এর আগে একটি তথ্যচিত্র হয়েছে এই বিষয় নিয়ে। ''রাম কে নাম'' নামে সেই তথ্যচিত্রটি বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও সেই জায়গায় রামের মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ নিয়ে তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দু পরিষদের ক্যাম্পেনের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯০ সালে আডবানীর রথযাত্রার কথাও বর্ণনা করা রয়েছে। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি ভিডিও-ও রয়েছে সেখানে। ১৯৪৯ সালে মন্দিরের একটি ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে ভিডিওয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতে, মসজিদের মধ্যে হঠাতই রামের মূর্তি দেখা গিয়েছিল। রাম আকাশ থেকে নেমে এসে মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলেন। তথ্যচিত্রে মুসলিম বাসিন্দাদের সঙ্গে একটি সাক্ষাতকারও রয়েছে। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য পটবর্ধনের একটি সাক্ষাতকারও রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, দরকার হলে তাঁরা জোর করে অযোধ্যা ছিনিয়ে নেবেন। তথ্যচিত্রে যেমন আটের দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই নাথুরাম গডসের হাতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংক্রান্ত ক্লিপিংসও দেখানো হয়েছে।

তাপসীকে ট্রোল করতে চেয়ে নিজেই ট্রোলিংয়ের শিকার ইন্টারনেটে

নিজের দিকে ধেয়ে আসা পর পর দুটো ট্রোল সুন্দর ভাবে সামলালেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।পাল্টা উত্তরে কুপোকাত করে দিলেন দু''জনকে।ট্রোলিংয়ের জবাব দেওয়া তাপসী পান্নুর এক ভিডিয়ো রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।রবিবার গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন তাপসী পান্নু।তিনি আগাগোড়া সেখানে ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন।মাঝপথে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দর্শকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন,''''আপনি হিন্দি অভিনেত্রী,হিন্দিতে কথা বলুন।''''সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,''''স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব, কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?''''এর পর তাঁর সংযোজন:সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,''''স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব,কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?''''এর পর তাঁর সংযোজন:''''আমি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রীও.তামিল আর তেলগুতেই কথা বলি?''এই জবাবের পর ওই ব্যক্তি আর কোনও কথা বাড়াননি।পরবর্তী বক্তৃতা তাপসী পান্নু ইংরাজিতেই দিয়েছিলেন,তিনি আর কোনও বাধা পাননি।অনুষ্ঠানের এই ভিডিয়ো রবিবার থেকেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।টুইটারে তাপসী পান্নুর ভক্তেরা এই কড়া জবাবের জন্য তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।কিন্তু এর মাঝেই এক টুইটার ব্যবহারকারী ফের তাপসীকে ট্রোল করার চেষ্টা করেন।তিনি কমেন্টে লেখেন, ''তাপসী হিন্দিতে কথা বলছিলেন না, কারণ হিন্দি এলিট ভাষা নয়।''তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তাপসী পান্নু।তাপসী প্রত্যুত্তরে লেখেন,''এলিটা ভাষা নয়,চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।''অর্থাতকে কতটা অভিজাত তা ভাষা দিয়ে বিচার করা যায় না,তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে বিচার করা হয়।তাপসীর এই জবাবের পর টুইটারো দিয়ে আরও প্রশংসা উড়ে আসতে শুরু করেছে তাঁর উদ্দেশে।

বনির সঙ্গে কে - কৌশানি না মাহি?

এএনএম নিউজ ডেস্ক: সাফটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে কলকাতার জনপ্রিয় নায়িকা কৌশানি মুখার্জি অভিনীত ''জানবাজ'' ছবিটি। আর এই ছবির বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে সেখানকার জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি অভিনীত ''মনে রেখো'' ছবিটি। দুদেশের দুটি সিনেমার নায়কই কলকাতার বনি সেনগুপ্ত।ভারতের একটি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ''জানবাজ'' ছবির গল্প। অ্যাকশনধর্মী এই ছবিটি দুই সপ্তাহ আগে কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে।''মনে রেখো'' ছবিটি ২০১৮ সালে ঈদে বাংলাদেশে মুক্তি পায়। বাংলাদেশে ''জানবাজ'' মুক্তির দুই সপ্তাহ পর পশ্চিমবঙ্গে ''মনে রেখো'' মুক্তি পাবে।সাফটা চুক্তির আওতায় আরও বেশ কিছু ছবি কলকাতায় আমদানি করা হবে। যেমন শাকিব খান ও শবনম বুবলী অভিনীত ''ক্যাপ্টেন খান''। এটির পরিচালক ওয়াজেদ আলী

সুমন। সাইমন সাদিক ও মাহিয়া মাহি অভিনীত ''জান্নাত''। এই ছবির পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান মানিক। এবং শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস অভিনীত ''পাঙ্কু জামাই''। পরিচালক আবদুলমান্নান।এই ছবিগুলোর বিপরীতে বাংলাদেশেও মুক্তি পাচ্ছে বেশ কিছু ছবি। ২৯ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে দেব ও রুক্মিণী অভিনীত ছবি ''পাসওয়ার্ড''। এটি পরিচালনা করেছেন কমলেশ্বর মুখার্জি। ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেতে পারে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ''উড়োজাহাজ''। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দন রায় সান্যাল ও পার্নো মিত্র। এ ছাড়া ডিসেম্বরের শেষে মুক্তি পেতে পারে বাংলাদেশের জয়া আহসান ও ভারতের ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত ছবি ''বিনিসুতোয়''। ছবিটির পরিচালক অতনু ঘোষ। ''বিনিসুতোয়'' দেখা যাবে দুই তরুণ-তরুণীর সম্পর্কের গল্প। ছবিটি একই দিন ভারত ও বাংলাদেশে মুক্তির কথা চলছে।

প্রাকৃতিক উপায়ে চুল স্ট্রেট করুন এইভাবে

হেয়ার স্ট্রেইট অনেকভাবেই করা যায়। আর কী কী উপায়ে হেয়ার স্ট্রেইট করা যায় বা এজন্য কোন কোন হেয়ার ট্রিটমেন্ট প্রযোজ্য তা জেনে রাখা উচিত।হেয়ার স্ট্রেইট কী চুলের প্রাকৃতিক বন্ডকে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ভেঙে হেয়ার স্ট্রেইট করানো হয়। বিদেশে একে পারমানেন্ট স্ট্রেইট বলা হয়।কিন্তু আমাদের দেশে হেয়ার স্ট্রেইটকে কিশোরী থেকে বয়োজ্যেষ্ঠরা রিবন্ডিং নামে চেনেন। দেশীয় স্যালন বা পারলারগুলো সাধারণত চুলের লম্বা এবং ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে নানা রকম হেয়ার স্ট্রেইট করানো হয়।এর পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে? যেহেতু চুলের প্রাকৃতিক বন্ড ভেঙে হেয়ার স্ট্রেইট করা হয় তাই এতে কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে। স্যালন বা পারলারগুলো যে পারমানেন্ট ব্লো ড্রাই করে থাকে তাকে ব্রাজিলিয়ান ব্লো আউট বলে থাকে। এই পদ্ধতিতেও হেয়ার স্ট্রেইট রাখা যায়। এটা সাধারণত ন্যাচারাল স্ট্রেইট লুক দেয়। কেরাটিন ট্রিটমেন্ট নামে একটা ট্রিটমেন্ট আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে।এতে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা এ পদ্ধতিকে আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে কেমিক্যাল ছাড়া কেরাটিন প্রোটিন সমৃদ্ধ হেয়ার প্যাক, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং সেরাম ইত্যাদি ব্যবহার করে হেয়ার স্ট্রেইট করা যায়।হেয়ার স্ট্রেইটের জন্য প্রফেশনাল শ্যাম্পু পাওয়া যায়। নিয়মিত এই শ্যাম্পু বাড়িতে ব্যবহার করে ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করলেও স্ট্রেইট লুক থাকে।প্রাকৃতিক হেয়ার ফর্মুলা ডিম ও অলিভ অয়েলের মিশ্রণ চুলকে করে সিল্কি ও ময়েশ্চারার। পাশাপাশি মিশ্রণটি চুলকে স্ট্রেইট করতে সাহায্য করে। ২টা ডিম ও ৪ চা চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে মাথায় ভালো করে লাগান। এবার বড় দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। চুল স্ট্রেইট হবে।তাছাড়া প্রফেশনাল পারলার বা বিউটি ক্লিনিকগুলোতে স্মুদি ট্রিটমেন্ট, প্রো কেরাটিন ট্রিটমেন্ট, এক্সটেনফো কেয়ার এবং রিবন্ডিং স্পা ইত্যাদি নামে হেয়ার স্ট্রেইট রাখার বেশ কিছু ট্রিটমেন্ট পেয়ে যাবেন।

ফুটবলের জনকের ভূমিকায় দেব, শুরু প্রস্তুতি

সম্প্রতি ''টনিক''-এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু ফিরেও এক মুহূর্ত দম ফেলবার ফুরসত নেই তাঁর। একদিকে চলছে সংসদীয় কাজ অন্যদিকে জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন পরের ছবির প্রস্তুতি। কথা হচ্ছে সুপারস্টার-সাংসদ দেবকে নিয়ে। অভিজিত সেনের ছবির শুটিং শেষ বটে, সামনেই রয়েছে ''সাঁঝবাতি''র মুক্তি।

এরমধ্যেই শুরু বড় প্রজেক্টের কাজ।রতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকাতেই বড়পর্দায় আসছে দেব। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির তৈয়ারি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে ফুটবলের ছবি শেয়ার করে দেব লিখলেন, ''পরের ছবির জন্য প্রস্তুতি। ট্রেনিং শুরু।''''আমাজন অভিযান''-এর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভেঙ্কটেশের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দেব। যাত্রা হবে ইতিহাসের পথ ধরে চিত্রনাট্যের গহ্বরে, একথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে শুটিং। ব্যস্ততা যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।বের সিনেমার কেরিয়ারে স্পোর্টস ছবি রয়েছে। এর আগে ''লে ছক্কা'' ও ''চ্যাম্প'' যথাক্রমে ক্রিকেট ও বক্সিংকে বড়পর্দায় নিয়ে এসেছে। এবার ফুটবলের পালা। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি দেবের ছবির নাম। আবার মনে করা হচ্ছে, দেবের সঙ্গে এসফিএফের বরফ গলল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। শুটিং হবে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। যদিও এই পিরিয়ড ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুকালের।

সোমবার এমবিবি কলেজে স্বচ্ছ ভারতে যোগদান করে কলেজ পড়ুয়ারা। ছবি- নিজস্ব।

রাম মন্দির এবং ৩৭০ ধারা জট ঝুলিয়ে রেখছিল কংগ্রেস, সমাধান করেছে বিজেপি : প্রধানমন্ত্রী

রাঁচি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সোমবার পালামৌ জেলার সদর শহর মেদিনীনগরের আয়োজিত বিশাল জনসভা বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। বিপুল জনধ্বনি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জনসভায় আসা প্রচুর সংখ্যক মানুষজন। সোমবার নিজের বক্তব্যে অযোধ্যার রাম মন্দির এবং ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি স্থানীয় বিষয়গুলিও তুলে ধরেন তিনি।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জাতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে নিজের প্রথম নির্বাচনী জনসভায় অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামের জন্মভূমি অযোধ্যা নিয়ে যে বিবাদ চলছিল তা কংগ্রেস বহু দশক ধরে ঝুলিয়ে রেখে ছিল। চাইলে এর সমাধান করতেই পারত কংগ্রেস। কিন্তু তা তারা করেনি। ভোটব্যাঙ্কের জন্য বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছিল তারা। কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্ককেই বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের এই ভাবনা থেকে দেশ এবং সমাজের ক্ষতি হয়েছে। স্রেফ বিভাজন নয়, এর জেরে সমাজে বিভাজনের দেওয়াল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের জন্য সমর্পিত। একতা মন্ত্র নিয়ে বিজেপি এগিয়ে চলেছে। বিজেপি কথা দিয়েছিল অযোধ্যা বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। তাই এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের জন্য তেমনই হয়েছে। এখন শ্রীরামজন্মভূমির বিবাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। সমস্যার সমাধান হলে আনন্দ হয়। বিজেপি নিজের সঙ্কল্পগুলি পূরণ করেছে। প্রতিটি নাগরিকদের মর্যাদাকে বিজেপি গুরুত্ব দিয়েছে। এদিনের জনসভায় রাম মন্দিরের পাশাপাশি ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সমস্যার তৈরির জননী হচ্ছে কংগ্রেস। বিজেপি হচ্ছে সমাধানের জনক। সেবা করার মনোভাব নিয়ে বিজেপি সরকার কাজ করে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিষয়টি কংগ্রেস ৭০ বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ঝাড়খণ্ড সহ গোটা দেশের সেনা জওয়ান জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন ছিল। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছে। বিজেপি এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা করিয়ে দেখিয়েছে।

এদিনের জনসভায় নিজের বক্তব্য শুরু করার আগে রাম-রাম বলে সম্বোধন করেন তিনি। তারপর লাতেহারে মাওবাদী হামলায় শহিদ পুলিশকর্মীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এই বিপুল জনসমগম যে তাঁর অনুপ্রেরণা স্রোত তা মনে করিয়ে দেন তিনি। জনগণের টানেই বারেবারে ঝড়খণ্ডে ফিরে আসেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, পালামৌ বিজেপির শক্তিশালী গড়ে পরিণত হয়েছে। গোটা দেশে বিজেপির ফুল ফুটেছে। জনগণের ভালবাসা এবং আশীর্বাদের জন্যই যে তা সম্ভব হয়েছে তা মেনে নেন তিনি। রাজনৈতিক স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিজেপি যখন রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল ছিল তখন কংগ্রেস মজা ওড়াতো। ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালেও বিজেপি বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ঝাড়খণ্ড ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি করেছেন তিনি। জনসভায় আসা বিপুল জনসমুদ্র ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন বিজেপি সরকার সকলের জন্য চিন্তা করেন। বিজেপি সরকার সাধারণ শ্রেণীর জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে বহু গরিব মানুষ। ঝাড়খণ্ড থেকে আয়ুষ্মান ভারতের পথ চলা শুরু হয়েছিল। সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রতি বিজেপি সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। রঘুবর দাসের সরকার সবার জন্য কাজ করেছে। রাজ্যে ফের পদ্মফুল ফোটানোর দায়িত্ব এবার জনগণের।

অটলজি ব্যথা অনুভব করেছিলেন এবং আলাদা ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে জনজাতি মন্ত্রক গঠন করেছিলেন

ভিড়ে ঠাসা জনসমাবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেন, অটলজি উপজাতি, পশ্চাৎপদ, বঞ্চিত সমাজের বেদনা অনুভব করতে পেরে আলাদা ঝাড়খণ্ড তৈরি করেছিলেন। প্রথমবার আলাদা জনজাতি মন্ত্রক গঠন করেছেন যাতে আমাদের বনবাসী ভাইদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় উ তিনি বলেন, ভাবুন স্বাধীনতার এত বছর ধরে তাঁদের নিয়ে চিন্তার কেউ ছিল না। এপর্যন্ত তাঁদের জন্য মন্ত্রক ছিল না। ওবিসির জন্য কমিশন গঠিত হয়েছিল কিন্তু সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হয়নি। বিজেপি সরকারই কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডবাসীদের সামাজিক ন্যায়ের পাঁচটি সূত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী

মোদী বলেন, নতুন ঝাড়খণ্ডের জন্য বিজেপি সরকার সামাজিক ন্যায়বিচারের পাঁচটি ক্ষেত্রে কাজ করেছে। প্রথম সূত্রটি স্থিতিশীলতা, দ্বিতীয় সূত্র হ'ল সুশাসন, তৃতীয় সূত্র সমৃদ্ধি, চতুর্থ সূত্র শ্রদ্ধা এবং পঞ্চম সূত্রটি হ'ল সুরক্ষা। বিজেপি ঝাড়খণ্ডকে একটি স্থিতিশীল সরকার দিয়েছে। বিজেপি ঝাড়খণ্ড থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটাতে দিন-রাত কাজ করেছে এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থা করেছে। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সমৃদ্ধির পথ খুলেছে।

জল, জমি ও জঙ্গলের সুরক্ষা নিয়ে কোনও আপোস নয়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিজেপি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুৎ আজ ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, এখানে কর্মসংস্থানের নতুন উপায় প্রস্তুত করা হচ্ছে। এখান থেকে পাওয়া বাক্সাইটের একটি বড় অংশ এখানকার উন্নয়নেই যাতে ব্যয় করা হয় বিজেপি সরকারই প্রথম তার ব্যবস্থা করেছে। বিরোধীরা হতাশায় কিছু বলতেই পারে, তবে আপনার জল, জমি ও জঙ্গলের সুরক্ষা এবং আপনার স্বার্থের কোনও ক্ষতি করতে দেব না।

কংগ্রেসের কাছে কেবল সমস্যা রয়েছে, আমাদের আছে সমাধান

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের কাছে সমস্যা আছে। আমাদের কাছে সমাধান আছে। তাদের অভিযোগ রয়েছে, আমাদের কাছে রিপোর্ট রয়েছে। উত্তরের কয়লা প্রকল্প নিয়ে কংগ্রেস কখনও প্রচেষ্টা করেননি। কংগ্রেস এবং তাদের বন্ধু দলগুলি কখনই কৃষকদের নিয়ে চিন্তা করেনি। তারা সমস্যা এড়িয়ে ভোট সংগ্রহ করে গেছে।

হিংসার মাধ্যমে চলেছে বিরোধীদের পসার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই স্বার্থপর লোকদের (বিরোধী) ঝাড়খণ্ডের সেবা করার কোনও অনুভব নেই। এই স্বার্থপর লোকদের জোটের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল ঝাড়খণ্ডের সম্পদের অপব্যবহার এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। এজন্য তারা আবার আপনাদের বিভ্রান্ত করে আপনার ভোট চাইছে। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ডে অস্থিতিশীলতার সুবিধা এমন লোকেরা নিয়েছিল যাদের পসার চলে হিংসতায়। কেন্দ্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার এই পরিস্থিতিকে অনেকাংশে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, পূরণ করেছে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের কৃষকরা পিএম কিষাণ যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন নাউ তাঁরা মনে করেন, কৃষকরা যদি সমৃদ্ধ হন তাহলে মোদীর জয়-জয়কার করবেউ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, লুটতরাজ বনাম সেবা মনোভাবাপন্নদের মধ্যে নির্বাচন হতে চলেছে ঝাড়খণ্ডেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আগে বোঝা উচিত কে কাজ করেছে, কোন উদ্দেশ্যে কাজ করেছেউ বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূরণ করেছে।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অন্য কোনও সরকার ক্ষমতায় আসলে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেউ ঝাড়খণ্ডের জন্য গৌরবের বিষয় হল এই যে, আয়ুষ্মাকন ভারত চালু করে গোটা দেশকে দিশা দেখিয়েছেউ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্পগুলির আরও বেশি সুবিধা পাবেন মানুষজনউ উজ্জ্বলা প্রকল্পের সৌজন্যে দেশের ৮ কোটি মানুষ লাভবান হয়েছেনউ ঝাড়খণ্ডের ৩৭ লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় সিলিন্ডার বিনামূল্যেই পেয়েছেনউ এটাই দ্বিগুণ সুবিধাউ প্রধানমন্ত্রী কিষাণের সঙ্গেই সিএম কিষাণ আশীর্বাদ যোজনার মাধ্যমে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আপনাদের বাড়ি পর্যন্ত সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে।

প্রতিটি গরিবের নিজস্ব বাড়ি হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, প্রতিটি দরিদ্র মানুষেরই নিজস্ব বাড়ি হবে, আমরা তা নিশ্চিত করবউ সরকার বদলালে কি হয়, তা আমি আপনাদের বলবউ উত্তর প্রদেশের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরনো সরকার ছিল ততক্ষণ কাগজের উপর ঘর তৈরি হতউ যোগীজির সরকার গঠন হওয়ার পরই সবচেয়ে বেশি বাড়ি উত্তর প্রদেশেই তৈরি হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ড যুবা অবস্থায়, যে দিশা পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলবে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভবিষ্যতে একটি স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী সরকার পুনরায় গঠন করা অত্যন্ত জরুরিউ

ছয়ের পাতায়

সোমবার বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ইতালির নৌকাডুবিতে নিহত ২০, উদ্ধার ১৪৯ জন অভিবাসী

রোম(ইতালি), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) শনিবার ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবির ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৪৯ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার ইতালির স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এমনই তথ্য জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মধ্যে ১৩ জন মহিলা এবং ৩ জন শিশুও রয়েছে। প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে ইতালির ল্যাম্পেদুসায় দ্বীপের কাছে মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত পাঁচজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি সবকটি মহিলার। ইতালির উপকূলবর্তী বাহিনী জানিয়েছে উদ্ধার কাজ এখনও চলছে।

১৬০জন অভিবাসীদের নিয়ে শনিবার আফ্রিকার লিবিয়া থেকে ইউরোপের দিকে পাড়ি দেয় একটি নৌকা। কিন্তু সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে তলিয়ে যায় নৌকাটি। ল্যাম্পেদুসা দ্বীপটি উত্তর আফ্রিকা উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত। ফলে আফ্রিকান অভিবাসীরা ইউরোপে পাড়ি জমানোর জন্য সর্বপ্রথম এই দ্বীপে এসে পাড়ি জমায়।

বাংলার ঢাকের বোলে মাতোয়ারা রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : অর্থাভাবে অনেক শিল্পী তাঁদের নৈপুন্য প্রকাশে বাধা পাচ্ছেন। তাঁদের প্রতিভা বিকাশে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। সোমবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। গত ছ'বছর ধরে কেন্দ্র যে সব 'পদ্ম' স্বীকৃতি দিচ্ছে, তাতে শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ণ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্যপাল বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রতিভা আছে, তার মূল্য অপরিসীম। বাংলার সেরা ঢাকীদের নৈপুন্য দেখে মুগ্ধ হলেন রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনকর। ঢাকের বোল শুনতে শুনতে খুশিমনে হাততালি দিয়েছেন। বক্তৃতায় বললেন, বাংলার ঢাক বললে মনে চলে আসে রাজস্থানের ঢোল। 'হ্যারল্ড সোসাইটি ফর এন্টিপ্রিনিয়রশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট'-এর উদ্যোগে ছিল এদিন ঢাকের লড়াইয়ের 'গ্র্যান্ড ফিনালে'। কলকাতার প্রায় ৩০০ পুজোর ঢাকীদের বাজনা শুনে প্রথম বাছাইপর্বে ৪০ জন, এর পর বেছে নেওয়া হয় ৭টি ক্লাবকে। আজ রবীন্দ্র সদনে এঁদের বাজনা শোনেন, বিভিন্ন নৈপুন্য দেখেন তিন তবলা-বিশেষজ্ঞ তন্ময় বসু, মল্লার ঘোষ এবং বিশ্বনাথ দাস। ঢাকীদলের নেতাকে কিছু প্রশ্নও করেন তাঁরা।

কেরামতি দেখাতে গিয়ে কখনও ঢাকীরা বোল তুলেছেন হাতের পাতা দিয়ে, কখনও কনুই, কখনও থুতনি দিয়ে। কখনও একটি ঢাকে দেখিয়েছেন শিঢ়ের জাদু, কেউ দুটি ঢাকে, কেউ তিন্যিতে, কেউ বা চারটিতে। এর সঙ্গে সঙ্গত দিতে মাথায় আলোবসানো হাঁড়ি নিয়ে তাল-লয়-ছন্দের কেরামতি দেখালেন এক শিল্পী। মুহূর্মুহু হাততালি দিয়েছেন শ্রোতারা।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বাছাইপর্বে উত্তীর্ণ সাত পুজো উদ্যোক্তার মধ্যে এদিন ছ'টি ক্লাবের ঢাকীরা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিউ আলিপুর সুরুচি সঙ্ঘ, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক সার্বজনীন, নবপল্লী অধিবাসীবৃন্দ, দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘ, চোরবাগান সার্বজনীন, এবং হাজরা পার্ক সার্বজনীন। বাছাই প্রতিটি দলে ছিলেন ৫-৭ জন করে ঢাকী। প্রত্যেকের জন্য পাঁচ মিনিট বরাদ্দ থাকলেও বাজিয়েছেন আরও বেশি সময় ধরে। তবে, মাত্রাতিরিক্ত বেশি সময় ধরে বাজানোর জন্য সুরুচি সঙ্ঘের ঢাকীদের সমালোচনা করে তন্ময় বসু সতর্ক করে বলেন, "আপনাদের নৈপুন্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী কিন্তু মনে রাখতে হবে। দয়া করে ভবিষ্যতে এ রকম করবেন না!

তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই আছি : দেবশ্রী রায়

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : 'ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেছে। তৃণমূলে ছিলাম। তৃণমূলেই আছি।' সোমবার বিধানসভায় বললেন রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায়। তাঁর দলবদলের জল্পনা নিয়ে কানাঘুষোর মধ্যেই প্রথমবার মুখ খুললেন দেবশ্রী রায়। স্পষ্ট করলেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। আজ অনেকদিন পর বিধানসভায় দেখা যায় দেবশ্রী রায়কে। প্রিভিলেজ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন দেবশ্রী রায়। বিধানসভাতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রায়দিঘি তৃণমূল বিধায়ক। জানান, আর কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই। সব মিটে গেছে। তিনি তৃণমূলেই আছেন ও থাকবেন। এমনকি খুব শিগগিরই তিনি "দিদিকে বলো" কর্মসূচিতে যোগ দেবেন বলেও জানান। ১৪ আগস্ট দিল্লিতে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদানের দিনই সামনে আসে বিজেপি অফিসে বসে দেবশ্রী রায়ের ছবি। তবে কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন দেবশ্রী রায়ও? উসকে ওঠে জল্পনা। যদিও শেষপর্যন্ত সেদিন আর বিজেপিতে যোগ দেননি দেবশ্রী রায়। কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় নানা জল্পনা। বিজেপিতে যোগ দিতে চেয়ে দেবশ্রী রায় দিলীপ ঘোষকে চিঠি দিয়েছেন বলেও খবর সামনে আসে। যদিও, সেকথা অস্বীকার করেছেন দেবশ্রী রায়। তবে জল্পনা উসকে উঠতেই কার্যত তারপর থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক। শেষে আজ ফের ফুরফুরে মেজাজে বিধানসভায় দেখা গেল তাঁকে। শুধু দেখাই গেল না, তিনি যে তৃণমূলেই থাকবেন তা নিজেই জোর দিয়ে বললেন।

সোমবার ত্রিপ্রাল্যান্ডে স্টেট পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের খবর সত্য নয়, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস : বিজেপি

হাফলং (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন করা নিয়ে যে ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এ-নিয়ে এবার জেলা বিজেপি-র পক্ষ থেকে স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় কখনও পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন হবে না। বিরোধী দল কংগ্রেস এ-নিয়ে জেলার মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। স্পষ্টীকরণের পাশাপাশি অভিযোগ করেছেন ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি নিপোলাল হোজাই।

রবিবার রাতে হাফলঙে বিজেপি-র জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নিপোলাল হোজাই বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এমন-কি এই পাহাড়ি জেলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬ (ক্যাব) কার্যকর হবে না। কারণ ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় স্বশাসিত পরিষদের হাতে নিজস্ব ভূমি আইন থাকার জন্য এই পাহাড়ি জেলায় ক্যাব কার্যকর হওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

এর পর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে না। এমন-কি ক্যাবও কার্যকর হবে না পাহাড়ি জেলায়, নিপোলাল হোজাই সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। বিরোধীদের বিরুদ্ধ হমলা করে বলেন, ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচন আসছে। বিরোধী দল কংগ্রেসের কাছে কোনও ইস্যু না থাকায় এবার পঞ্চায়েতরাজ, ক্যাব ও ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইছে।

নিপোলাল বলেন, পরিষদে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে তদানীন্তন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা নিয়ে পরিষদের কার্যনির্বাহী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সম্প্রতি পরিষদের কার্যনির্বাহী সভায় পূর্বতন সরকারের এই প্রস্তাব বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই কার্যকরী সভায় প্রস্তাব বাতিল করার সিদ্ধান্তকে বিজেপির ২৬ জন সদস্য সমর্থন করলেও পরিষদের ২ কংগ্রেস সদস্য এতে সমর্থন জানাননি, অভিযোগ নিপোলাল হোজাইয়ের। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, তাছাড়া কংগ্রেস দল ডিমা হাসাও জেলায় ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপন করা হবে বলে যে ভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এরও তীব্র নিন্দা জানান নিপোলাল। বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য কখনও জমি বরাদ্দ করা হবে না। বিজেপি সবসময় জনগণের উন্নয়ন এবং ভালোর জন্য কাজ করে যাবে বলে সাফ জানান বিজেপি জেলা সভাপতি নিপোলাল হোজাই।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা, দলের জেলা এসটি মোর্চার সভাপতি সুরজ নাইডিং প্রমুখ।

হুগলিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র বাজয়াপ্ত করল পুলিশ

হুগলি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগর দুষ্কৃতিদের আখরা হয়ে উঠেছিল। যার নেপথ্যে ছিলো এই এলাকার বাসিন্দা টোটন বিশ্বাস। টোটন এন্ড কোম্পানীর দাপটে নাজেহাল অবস্থা হয়ে উঠেছিল সাধারন মানুষের। এর আগে বহুবার ওই এলাকায় পুলিশি তল্লাশি চললেও অশান্ত রবীন্দ্রনগরে শান্তি ফিরছিল না। তবে সম্প্রতি চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ টোটন এন্ড কোম্পানির পতনে কোমর বেঁধে নেমেছে। যার ফলস্বরুপ ইতিমধ্যেই টোটন সহ মোট ২৬জন গারদের পিছনে রয়েছে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

বিগত কয়েকমাস ধরে এই এলাকায় রয়েছে ২৪ঘন্টার পুলিশি ক্যাম্প। পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিনই চলছে এখানে তল্লাশি। রবিবার এই রবীন্দ্রনগরে হানা দিয়ে টোটনের দুই সাগরেদ প্রসেনজিৎ সাহা ওরফে নেপা ওরফে চিকনা এবং

ছয়ের পাতায়

লোকসভায় জয়প্রকাশ মজুমদারকে মারধরের ঘটনা তুলবে বিজেপি

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স): সোমবার করিমপুরের পিপুলখোলায় লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয় বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে। তৃণমূলের মতে এটা সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা। সোমবার মুকুল রায় নির্বাচন কমিশনে এই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে এসে বলেন, জয়প্রকাশ মজুমদারকে মারধরের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লোকসভায় জানানো হবে আগামীকাল। ইতিমধ্যেই ঘটনার যাবতীয় প্রমাণপত্র জোগাড় করেছে বিজেপি নেতা। জানিয়েছেন আজ রাতেই দিল্লি যাচ্ছেন তিনি। কালই লোকসভায় পেশ করা হবে বিষয়টি।

সোমবার দুপুরে করিমপুরে ঘিয়াঘাটে আক্রান্ত হন বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদার। তাঁকে লাথি মেরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ক্যামেরাবন্দি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বিজেপি প্রার্থীকে নির্যাতনের দায়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন মুকুল রায়। এই প্রসঙ্গে মুকুল রায় বলেন, 'কোনও নির্বাচনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখিনি। নদিয়ার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিৎ।' একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব করিয়েছেন। উপনির্বাচনে হারবে জেনেই তৃণমূল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।' ছয়ের পাতায়

শীতের শুরুতেই চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): আবহাওয়া বলছে শীত দোরগোড়ায় ঊ প্যাচপ্যাচে গরম থেকে নিস্তার মিলতেই চিড়িয়াখানায় ভিড় জমিয়েছেন দর্শনার্থীরা ঊ সোমবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় এমনটাই দৃশ্য ধরা পরলো।

ভোরে কুয়াশা, রাতে হিমের পরশ, আর বিকেল গড়াতে না গড়াতেই নামছে আঁধার ঊ কারন ক্যালেন্ডার বলছে নভেম্বরের শেষ ঊ শীত কাতুরে বাঙালির আলসেমি করার সময় আসন্ন ঊ আর শীত মানেই গুটি গুটি পায়ে ভ্রমনপ্রিয় বাঙালি ঢু মারে পশু পাখির খোঁজে ঊ এই বছরও তার ব্যতিক্রম হলোনা ঊ শীত পরতে না পরতেই চিড়িয়াখানায় ভিড় জমিয়েছেন দর্শনার্থীরা ঊ সোমবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় এমনটাই দৃশ্য ধরা পরলো ঊ এই বছর আবার চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে একগুচ্ছ নতুন অতিথীদের ঊ আর সেই সব অতিথীদের মধ্যে অন্যতম আকর্ষন চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরগুলো ঊ কারণ সেখানে আগমন ঘটেছে সাপেদের রাজার ঊ আর সেই রাজা হলো অ্যানাকন্ডা ঊ চারটি হলুদ অ্যানাকোন্ডা রয়েছে সেখানে ঊ কিছুদিন আগে পর্যন্তও অ্যানাকন্ডার দেখা পেতে গেলে যেতে হতো আমাজনে ঊ তবে,এখন অ্যানাকন্ডার দর্শন পেতে গেলে পা বাড়াতে হয় আলিপুর চিড়িয়াখানাতে ঊ তাছাড়াও এই বছর চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে দুই চিতাবাঘ শাবকের ঊ তাদের নাম নয়ন ও শিশিরঊ তাছাড়াও দুটি লেপার্ড, দুটি হায়না সহ একটি সাদা বাঘের আগমন ঘটেছে চিড়িয়াখানায় ঊ এছাড়াও আগমন ঘটেছে এক জিরাফ শাবকের ঊ সে হল চিরিখানার পুরোনো অতিথি জিরাফ ওরফে ''লক্ষ্মী''-র ছেলে ঊ নতুন অতিথিদের টানে শীত পরতে না পরতেই চিরিয়ানায় ঢু মারছেন পশু প্রেমীরা ঊ আর তাছাড়াও চিরিখানার বেশ পুরোনো অতিথী 'বাবু' ঊ তাঁকে দেখতে প্রতিবারই তাঁর খাঁচার সামনে একবার হলেও ঢু মারেন চিড়িয়াখানায় আগত দর্শনার্থীরা ঊ এবারেও শিম্পাঞ্জি বাবুর কান্ড দেখতে বেশিরভাগ সময়েই দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন তাঁর খাঁচার সামনে ।

ভিড়ের প্রসঙ্গে আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা আশিস কুমার সামন্ত 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে বলেন, 'মোটামুটি ভালই ভিড় হচ্ছেঊ ছুটির দিনগুলোতে বেশি ভিড় হয় ঊ নতুন অতিথীদের দেখতে অনেকেই আসছেন চিড়িয়াখানায়'

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৬ জন ছাত্রকে সাসপেন্ড করল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স): ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল নিউ টাউনের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সাসপেন্ড করা হল ৬ ছাত্রকে। সেইসঙ্গে তাঁদের হোস্টেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশও নিষেধ করল কর্তৃপক্ষ। সোমবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঊ সেমিস্টারের ফি না দেওয়ায় পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন পড়ুয়াকে। এর প্রতিবাদে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী টানা দু'দিন ধরে উপাচার্যের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থেকে বলা হয়, যেসকল ছাত্রের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাঁদের সেমিস্টার ফি মুকুব করা হবে। কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা বলে, উপাচার্যের পক্ষ থেকে এমন কোনও কথা বলা হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা জানায়, তাঁদের আগে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক। পরীক্ষার ফলাফল বেরনোর পরেই তাঁরা সেমিস্টার ফি দিয়ে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, ছাত্রছাত্রীরা একাধিক কর্তৃপক্ষের গায়ে হাত তুলেছেন। সেইসঙ্গে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ উপাচার্যের ঘর ঘেরাও করেছেন।শুক্রবার উপাচার্যের ঘরের সামনে লাগাতার ২০ ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এর বিরুদ্ধেই এই সিদ্ধান্ত নেন কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের ঘর ঘেরাও করার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শুক্রবার তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে ঘেরাও তুলে নেন ছাত্রছাত্রীরা। এরপর উপাচার্য অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহারাষ্ট্রের পুণে-তে উল্টে গেল সরকারি বাস, মৃত্যু দু'জন যাত্রীর

পুণে (মহারাষ্ট্র), ২৫ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি সরকারি বাসঊ বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন যাত্রীঊ এছাড়াও কমপক্ষে ২৪ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেনঊ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুণে জেলার মুলশি তালুকার অন্তর্গত শিন্ডেওয়াড়ি গ্রামের কাছেঊ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার পুণে জেলা মুলশি তালুকার অন্তর্গত শিন্ডেওয়াড়ি গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি সরকারি বাসঊ দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন যাত্রীরঊ এছাড়াও ২৪ জন কমবেশি আহত হয়েছেনঊ আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

দু''দিন ধরে বিশেষ বিধানসভায় হবে সংবিধান নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : ভারতীয় সংবিধানের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবিধান দিবস পালন করবে রাজ্য বিধানসভা। মঙ্গলবার এবং বুধবার দু''দিন ধরে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে হবে সংবিধান নিয়ে আলোচনা বিতর্ক।

একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সোমবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আমন্ত্রিতদেরমধ্যে আছেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মীরা কুমার, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি, প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত প্রমুখ। সোমবার বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন অধ্যক্ষ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেনন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল পরিষদের মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান কংগ্রেস পরিষদের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তী, বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা মন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিধায়ক। সর্বদল বৈঠকে মূল আলোচনা ছিল সংবিধান দিবস নিয়ে।

নভেম্বরেই বাংলাদেশে ফাঁস হবে দেবের 'পাসওয়ার্ড'

কলকাতা,২৫ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতার গণ্ডি পেরিয়ে এবার বাংলাদেশে দেবের 'পাসওয়ার্ড'ঊ পুজোর সময় কলকাতায় মুক্তি পায় কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ''পাসওয়ার্ড'' ঊ এবার বাংলাদেশে পাড়ি দিল ''পাসওয়ার্ড'' ঊ আগামী ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পাবে 'পাসওয়ার্ড'ঊ আজ সোমবার টুইট করে ছবি মুক্তির দিনক্ষণ জানান তারকা সাংসদ দেব নিজেই ঊ

বহু বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে কলকাতায় মুক্তি পায় ''পাসওয়ার্ড'' ঊ''পাসওয়ার্ড'' ছবির গল্প মূলত একজন পুলিশ অফিসারকে কেন্দ্র করে ঊ সে এমন এক আসামিকে খুঁজছে, যে নেট দুনিয়ায় প্রবেশ করে মানুষকে হেনস্থা করছে ঊ 'পাসওয়ার্ড' ছবিতে সাইবার ক্রাইমের অনেক হাল-হকিকতের দিক ফুটে উঠেছে ঊ ছবিতে দেখা গেছে দেব,রুক্মিণী মৈত্র,পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পাওলি দাম এবং নবাগত আদৃত রায়কে ঊ মূলত ছবির চরিত্রগুলি দর্শকদের সাইবার দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন করছে ঊ ইন্টারনেট পরিষেবার কারণে সব কিছু হাতের মুঠোয় থাকলেও ঠিক কতটা সুরক্ষিত এই পরিষেবা সে গল্পই বলবে ''পাসওয়ার্ড''ঊ

টুইট করে বাংলাদেশে ছবি মুক্তির দিন জানিয়ে তারকা সাংসদ দেব লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সব মানুষদের বলছি তোমাদের সাথে খুব শীঘ্রই আনন্দ ভাগ করে নিতে আসছিঊ সত্যি বলতে আমি নিজে খুব উৎসাহিত তোমাদের সাথে দেখা করার জন্য'

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ইস্যুতে অধিবেশনের শুরু হতেই শোরগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। তার সঙ্গে ডিএমকে-সহ আরও কয়েকটি বিরোধী দলের সাংসদরাও যোগ দেন বিক্ষোভে। ওয়েলে নেমে চলতে থাকে বিক্ষোভ-হইচই, বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। তার জেরে দুপুর দুটো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নায়ডু।

কিন্তু সোমবার সংসদের ভিতরের এই উত্তাপ বাইরেও টেনে এনেছেন কংগ্রেস সাংসদরা। লোকসভায় দুই সাংসদকে বের করার নির্দেশ দেওয়ার পর মার্শালরা ভিতরে ঢুকে দলের দুই মহিলা সাংসদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। এর প্রতিবাদে এবং মহারাষ্ট্রে 'গণতন্ত্রের হত্যা'র অভিযোগ তুলে সংসদ ভবন চত্বরে বি আর অম্বেডকর মূর্তির পাদদেশে ব্যানার হাতে বিক্ষোভে শামিল হন কংগ্রেস সাংসদরা। 'গণতন্ত্রের হত্যা বন্ধ হোক' লেখা ব্যানার হাতে এবং একই স্লোগানে সরব হন দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা। নেতৃত্বে ছিলেন সনিয়া গাঁধী। মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের নালিশ স্পিকারের ঘরে গিয়েও জানিয়ে আসেন সনিয়া। পাশাপাশি আগামিকালও মহারাষ্ট্র এবং 'দুর্ব্যবহার' ইস্যুতে বিক্ষোভ জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব।

তুলবে বিজেপি

পাচের পাতার পর

জয়প্রকাশ মজুমদার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। ঘটনার বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি করিমপুরের বিজেপি জয়প্রকাশ মজুমদারকে মারধরের ঘটনায় সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা বাবুল সুপ্রিয়ও। ঘটনার পরপরই নিজের টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি। বাবুলের দাবি, এই কাজ করেছে তৃণমূল। এর দায়ে তাদেরকেই নিতে হবে। করিমপুরের বাসিন্দাদের উদ্দেশে তিনি বলেন 'এই অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা একমাত্র আপনাদেরই রয়েছে। দলে দলে বাড়ি থেকে বের হয়ে বুথে গিয়ে ভোট দিন এবং এই গুন্ডারাজের সমাপ্তি ঘটান।'

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

করেন চন্দ্রশেখর সিনহা। এই মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহা। বীরজিৎ বাবু বলেন হাইকোর্টের রায়ে কংগ্রেসের নৈতিক জয় হয়েছে। নীতিশ দে'র কোন মূল্যবোধ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী

পাচের পাতার পরম

১৯-২০ বছরের মধ্যেই বাচ্চাদের ভবিষ্যত ঠিক করা হয়ঊ ঝাড়খণ্ড যুবা অবস্থায় রয়েছেঊ এই অবস্থায় যে দিশা পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলবেঊ বিগত পাঁচ বছরে ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পাঁচটি বড় কাজ করেছেঊ সম্মাপন ও সুরক্ষা নিয়ে দুর্দান্ত কাজ হয়েছেঊ ঝাড়খণ্ডে দুর্নীতির অবসান ঘটাতে দিন-রাত কাজ করছে বিজেপিঊ বিজেপি সমাজের প্রতিটি মানুষকে গর্বিত করেছে।

নকশালবাদ ও অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, নকশালবাদ ও অপরাধ থেকে মুক্তির দুর্দান্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছেঊ পাঁচ বছর আগে কেমন পরিস্থিতি ছিল আপনারা মনে করে দেখুনঊ আগে সন্ধ্যা ছ'টাতেই জনজীবন থেমে যেতঊ এখন রাতেও জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছেঊ এটা বড় পরিবর্তনঊ সরকার প্রত্যেকের জন্য সমৃদ্ধির পথ খুলেছেঊ ঝাড়খণ্ডে আগে পিছনের দরজা থেকে সরকার গঠিত হতঊ এখানকার বিরোধী দলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ভোগ করাঊ এজন্যই তাঁরা আপনাদের কাছে ফের ভোট চাইছে।

যুবরাজনগর পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন সাতজন সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ঊনকোটি গৌরনগর ব্লকের অধীনে যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব ঊনকোটি জেলা পরিষদের জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক অভিজিৎ মালাকারের নিকট জমা দেয় সোমবার দুপুরে।

এগারো আসন বিশিষ্ট যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত ভোট নির্বাচনে সাতটি আসনে কংগ্রেস দল এবং চারটি আসনে বিজেপি দলের প্রার্থীরা জললাভ করে। পঞ্চায়েতের প্রধান পদটি তপশীলি মহিলা সংরক্ষিত ছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের জয়ী সাতজনের মধ্যে কেউ তপশীলি মহিলা ছিলেন না অর্থাৎ মহিলা তপশীলি ভোটে জিততে পারেনি কংগ্রেস দল। অথচ, বিজেপি দলের চারজন জয়ী সদস্যের মধ্যে অর্চনা সরকার নামে এক সদস্য ভোটে জেতে। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দল অর্চনা সরকারকে প্রধান পদে মনোনিত করে এবং উপপ্রদান পদে কংগ্রেস দলের জয়ী সদস্য শরীফ আলিকে মনোনিত করেছিল। গত তিন চারমাসে পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা সরকার কংগ্রেসের সাত সদস্যের কথা শুনছেনা বলে অভিযোগ এনে আজ দুপুরে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান এবং কেলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে সাত জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব দেয়।

এ ব্যাপারে জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক অভিজিৎ মালাকার সংবাদ প্রতিনিধিদের বলেন, পঞ্চায়েত আইন অনুসারে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে প্রধানকে নোটিশ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেখানোর জন্য বলা হবে এবং এরপর আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কংগ্রেস দল গাঁও প্রধানের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কার্যত শতব্ধ হয়ে পড়েছে।

ধর্মনগরে চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ধর্মনগর থানার পুলিশ শীতঘুমে বলেই প্রায় প্রতিদিনই মহকুমার কোন না কোন জায়গাতে হানা দিচ্ছে নিশিকুটুম্বের দল।

ধর্মনগর কলেজ রোডে দিলীপ পোদ্দারের বাড়িতে হানা দিল চোরের দল। বাড়িতে ভাড়া থাকতেন একজন তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা। তিনি কর্মরত ছিলেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ব্লাডব্যাংকে। উনার অনুপস্থিতে নিশিকুটুম্ব দল ঘরে হানা দিয়ে নিয়ে যায় আসবাবপত্র। তিনি আজ উনার ভাড়া বাড়িতে ঘরে ঢুকেই হতবাক হয়ে যান। ছুটে যান ধর্মনগর থানায়। পুলিশকে বিষয়টি জানায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এসআই দুর্গা হত্যা মামলায় ধৃতদের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ নভেম্বর।। কলমচৌড়া থানার সাব ইনস্পেক্টর দুর্গা কুমার রাঙ্খল হত্যার মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘাতক গাড়ি টিআর-০৭-০৪২২ মারুতী সুজুকি সুইফট গাড়ীর মালিক তথা চালক অশোক মিয়াকে ২৩ নভেম্বর গ্রেপ্তার করে ২৪ নভেম্বর আদালতে পাঠানো হয়। ২৪ নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় অপর তিনজনকে। তারা হল সোনামুড়ার ইদ্রিস মিয়া, যাত্রাপুরের আবু তাহের ও ধনপুরের শিবাংকর দেবনাথকে। শিবাংকর টিআর-০১-এএইচ-০৫৪১ গাড়ির চালক। এই ঘটনায় ব্যবহৃত অন্যতম গাড়ি টিআর-০৭-সি-০৭৮৫ নম্বরের গড়িটির এখনও হদিশ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করে। এসাক মিয়াকে দশদিনের এবং বাকিদের সাতদিনের পুলিশ রিমান্ড চায়। আদালত ছয়দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। আগামী ৩০ নভেম্বর তাদের পুনরায় আদালতে তোলা হবে। সোমবার চারজনকেই একসাথে আদালতে তোলা হয়েছিল।

বিদেশী কোম্পানির অনলাইন ব্যবসা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি

বাঁকুড়া, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এর মতো বিদেশী কোম্পানীর অন লাইনের মাধ্যমে খুচরা ব্যবসা বন্ধের দাবিতে সরব ব্যবসায়ীরা। সোমবার দুপুরে বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে বিদেশী কোম্পানি গুলির খুচরো ব্যবসা বন্ধের দাবিতে পথে নামেন ব্যবসায়ীরা।সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দফতরে সামনে এসে হাজির হন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্য লিখিত পত্র জেলা শাসকের হাতে তুলে দেন এক প্রতিনিধি দল।

বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন দরিপা বলেন দেশে ব্যবসা করার ছাড়পত্র পেয়ে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি গুলি অনলাইনের মাধ্যমে খুচরা ব্যবসা শুরু করেছে।

ছাত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বাইক ভেঙে ফেলেন তারা। পুলিশ কোনওক্রমে অভিযুক্ত শিক্ষককে সেখান থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এই ঘটনায় এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আচরণে শিক্ষক সমাজ কলঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু আইন হাতে তুলে নেওয়াও অভিভাবক ও স্থানীয়দের উচিত হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় তদন্ত হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

করল পুলিশ

পাচের পাতার পর

মিলন সিং ওরফে ভাগ্নাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে দুটি কার্বাইন সহ মোট ২১ টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০০-র বেশী কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। উল্লেখ্য এই নিয়ে টৌটনের ডেরা থেকে মোট ৩টি কার্বাইন ও ৬০০-র বেশী গুলি উদ্ধার হলো। এবিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার হুমায়ুন কবীর বলেন রবীন্দ্রনগর থেকে দুঃস্কৃতিরাজ শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য।

রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন

আটের পাতার পর

তরফ থেকে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্চেনা। এমনকি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও সেদিক থেকে কোনও রকম প্রতিবর্তা আসেনি'। তবে সমাবেশ করতে আটকালে সেক্ষেত্রে বিক্ষোভ হবে বলেও এদিন হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

পরিদর্শন

● প্রথম পাতার পর

চাষাবাদের ওপরই ওই পরিবারগুলি নির্ভরশীল। রামসা প্রকল্পের অধীনে এই রুদিজলাকে নিয়ে আসায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। ১৯৭১ সালে ইরানে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি কনভেনশন হয়। সেখানে ভারতও প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মূলত ওয়েটল্যান্ড তথা জলাভূমি নিয়ে এই কনভেনশন হয়। কীভাবে ওই জলাভূমিকে রক্ষা করা যায় তার জন্য কিছু গাইডলাইনও রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত ওই কনভেনশনে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৭৫ সালের ২১ ডিসেম্বর দেশে এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাতে দেশের প্রায় পঞ্চাশটি জলাশয় চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রুদিজলা সহ দেশে ৮৭টি জলাশয় চিহ্নিত হয়। সেই মোতাবেক ১৯৯৫ সালে রুদিজলা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়। তখন থেকে রামসা প্রকল্পের আওতায় চলে আসে এই রুদিজলা।

রামসার অধীনে রুদিজলাকে সংরক্ষিত করা ও সংরক্ষণ-সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তেমন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিজেপি জোট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রামসা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। এরই মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছিল। তখন হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল রুদিজলার জলস্তর ১১ মিটার করার জন্য। কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। শেষে রাজ্য সরকারকে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যাতে একটি সুবিধাজনক জলস্তর সৃষ্টি করে। তাই রাজ্য সরকার ১০ মিটার জলস্তর করে। তাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমিতে জল জমে যায়। চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গত কদিন ধরেই কৃষকরা আন্দোলন করে আসছেন। শনিবার পথ অবরোধ আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন কৃষকরা।

বুধবার সকালে রুদিজলার কৃষকদের ক্ষোভ প্রশমিত হতে পারে। রবিবার রুদিজলা এলাকা পরিদর্শন করে এলাকাবাসীকে এমনই আশার আলো দেখিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর আশ্বাস, কৃষকদের চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যাক এমন কোনও পথে এগোবে না ত্রিপুরা সরকার। প্রয়োজনে রুদিজলাকে নিয়ে যে রামসা প্রকল্প রয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

মহড়া

● প্রথম পাতার পর

আপনি আসুন এবং নিজেই দেখে যান।

গত শুক্রবার তিন দলের বৈঠকে মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। শনিবার তিন দলের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই শনিবার সকালে কার্যত সবার অগোচরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়ণবীস এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এনসিপির অজিত পওয়ার শপথ নিয়ে নেন। অজিত পওয়ার আচমকা শিবির বদল করায় জোটের সরকার গঠনের প্রচেষ্টা কার্যত ভেস্তে যায়। সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে তিন দলের জোট। রবিবার ও সোমবার শুনানির পর আগামিকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় এই মামলার রায় দেবে শীর্ষ আদালত।

বিরোধী জোটের অভিযোগ ছিল শপথগ্রহণের প্রক্রিয়া 'অবৈধ'। অবিলম্বে 'ফ্লোর টেস্ট' বা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেওয়ার দাবিও আদালতে জানিয়েছেন তাঁরা। তাছাড়া শপথগ্রহণের পর থেকেই বিরোধীরা দাবি করে আসছিল, অজিত পওয়ার সমর্থনপত্র দিলেও ফড়ণবীসের হাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা নেই। বরং সেটা রয়েছে বিরোধী জোটের হাতে। সেই 'প্রমাণ' দেওয়ার পাশাপাশি ফ্লোর টেস্টের সম্ভাবনার মুখে প্রতিপক্ষ ফড়ণবীস-অজিত শিবিরের উপর বিরোধীরা চাপ বাড়িয়ে রাখলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

এসএফআই আগের মতোই নিজের আচরণ বজায় রেখেছে, তোপ দাগেন তিনি। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না। কারণ, তিনি এসএফআইকে বিদ্যালয়ে পোস্টার লাগানোর অনুমতি দেননি।

রঞ্জিত দাস জানান, আজ প্রধানশিক্ষকের হস্তক্ষেপে এসএফআই ওই সমস্ত পোস্টার খুলতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেই পোস্টারগুলি খুলে নিয়েছে তারা। রঞ্জিত দাসের কথায়, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সমস্ত বিষয় জেনে এসএফআইকে শীঘ্র পোস্টারগুলি খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক বিদ্যালয়ে সাঁটা পোস্টারগুলি খুলে ফেলেছে এসএফআই। তবে পার্শবর্তী কয়েকটি বিদ্যালয়েও এমন পোস্টার লাগিয়েছে এসএফআই। ওই পোস্টারগুলি খুলে ফেলার জন্য এসএফআই ১ দিনের সময় চেয়েছে, বলেন তিনি।

উৎকণ্ঠা

● প্রথম পাতার পর

হয়ে গেল? অর্থাত৫.১৭ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত কিছু সারা হয়েছিল।' মহারাষ্ট্র বিজেপির আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেন, বিজেপির সঙ্গে ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছেঊ এর পরেও রাজ্যপালের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা যায় কি? রাজ্যপাল যেদিন আস্থাভোটের দিন স্থির করেছেন সে দিনই আস্থাভোট হওয়া উচিত।

মহারাষ্ট্র নিয়ে শুনানি চলাকালীন সোমবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টে জানান, আমার কাছে আসল কাগজপত্র রয়েছে। তুষার মেহতা এদিন মোট তিনটি চিঠি তুলে ধরেন আদালতে, যার মধ্যে একটি হল দেবেন্দ্র ফড়ণবিশের তরফে রাজ্যপালকে দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিঠিঊ দ্বিতীয় চিঠিটি অজিত পওয়ারের লেখা। তাতে ৫৪ জন এনসিপি বিধায়কের স্বাক্ষর ছিল। রাজ্যপালের দেবেন্দ্র ফড়ণবিশকে সরকার গড়তে আমন্ত্রণ জানানোর তৃতীয় চিঠিও জমা পড়ে আদালতে।

বাইসাইকেল বিতরণ

আটের পাতার পর

জন ছাত্রী বিনামূল্যে বাইসাইকেল পাচ্ছেন। তিনি জানান সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর জেলার ২০টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪০টি আপার প্রাইমারি এবং ৩০টি প্রাইমারি বিদ্যালয় সহ মোট ১৩৪টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। বাইসাইকেল ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি সমীর রঞ্জন নাথ, স্পোর্টস অফিসার বিভা বসু গোস্বামী, বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান চিন্ময় দেব, ভাইস চেয়ারম্যান দীপক চক্রবর্তী এবং প্রধান শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর দাস।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender

PNIE-T- No: 08/EE/DIV-III/AMC/2019-20 Dated: - 21/11/2019.

The Executive Engineer, P.W.Div-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work(s):

	Estimated Cost	Earnest Money	Completion
1.Niet No.17/EE/Div-III/ AMC/2019-20	Rs.9,63,581.00	Rs.2,29,110.00	90(ninety) days
2.Niet No.15/EE/Div-III/ AMC/2019-20	Rs.2,28,505.00	Rs.9,636.00	45(forty five)days
3.Niet No.13/EE/Div-III/ AMC/2019-20	Rs.2,291.00	Rs.2,285.00	45(forty five) days

Last time and date of submission of bid:- 10-12-2019 at 15.00 hrs.

Bid form and other details can be obtained from **website https:// tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation,

বে ওভালের টেস্টে ইংল্যাণ্ডকে পর্যদুস্থ করল নিউজিল্যান্ড, ইনিংস ও ৬৫ রানে জয়

ওয়েলিংটন (নিউজিল্যান্ড), ২৫ নভেম্বর (হি.স.): নিল ওয়্যাগনারের বোলিং দাপটে ভর করে ইংরেজদের ইনিংস ও ৬৫ রানে জয় পেল নিউজিল্যান্ড। মাউন্ট মাউনগানুইয়ের বে ওভাল স্টেডিয়ামে চা বিরতির কিছুক্ষণ পরই ১৯৭ রানেই ইংল্যাণ্ডের যাবতীয় প্রতিরোধ ভেঙে পড়েউ সোমবার চা বিরতির আগে ১৩৮ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো খোড়াচ্ছিল ইংল্যাণ্ডের ইনিংস। নবম উইকেটে স্যাম কুরান ও জোফ্রা আর্চার প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নবম উইকেটে ৫৯ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তোলা হয়। কিন্তু আর্চারকে আইট করে সেই প্রতিরোধও ভেঙে দেয় ওয়্যাগনার।

বি জে ওয়াটলিং এবং মিচেল স্যান্টনার ব্যাটে ভর করেই প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড়ে চড়েছিল নিউজিল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের ৩৫৩ রানের জবাবে দেশের প্রথম উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়াটলিংয়ের দ্বিশতরানের নজির, পাশাপাশি কেরিয়ারে স্যান্টনারের প্রথম শতরানে ৬১৫ রানের পাহাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল কিউয়িরা। প্রথম ইনিংসে ২৬২ রানে পিছিয়ে থেকে চতুর্থ দিন শেষে স্যান্টনারের স্পিনে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেও বেসামাল হয়ে পড়ে ইংরেজ ব্যাটিং লাইন-আপ।

৩ উইকেটে ৫৫ রান হাতে নিয়ে অন্তিমদিন ইংল্যান্ডের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ম্যাচ বাঁচানো। কিন্তু নিল ওয়্যাগনারের আগুনে পেসে অন্তিমদিন গুঁড়িয়ে গেল ইংরেজ ব্যাটিং লাইন-আপ। ইনিংস ও ৬৫ রানে জিতে দু'ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। চতুর্থদিন ৩ উইকেটই তুলে নিয়েছিলেন স্যান্টনার।

সৌরভের কাছে জাতীয় নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরালেন ভাজ্জি

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ এবং একদিনের সিরিজে সঞ্জু স্যামসনকে না নেওয়ার জন্য এমএসকে প্রসাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং এবং লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

নির্বাচন কমিটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে শশী থারুর ট্যুইটারে লিখেছেন, 'সঞ্জু স্যামসন বিগত তিনটে টি২০ ম্যাচে মাঠে ড্রিঙ্কস নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাদ যাওয়াটা দুঃখজনক। মনে হয় তাঁর মনের অবস্থার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।' অন্যদিকে সোমবার হরভজন সিং বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে এই নির্বাচন কমিটি বদলের দাবি তুলেছেন। নির্বাচন কমিটিতে শক্তিশালী প্যানেলের একান্ত প্রয়োজন।

ঘটনার সূত্রপাত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল নির্বাচন থেকে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ১৫ জনের স্কোয়াডে কেন ব্রাত্য কেরলের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন, সেই দাবিতে নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন হরভজন সিং ও লোকসভার সাংসদ শশী থারুর। একমাত্র উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ ও ওয়ান-ডে সিরিজের স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে ঋষভ পন্তের। অথচ ঘরোয়া ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য ভালো পারফরম্যান্স উপহার দিলেও জাতীয় দলে ফের ব্রাত্য সঞ্জু। এখন দেখার বিষয়ে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ভাজ্জির আবেদনে সাড়া দেন কিনা।

জাদেজার ফিটনেসের প্রশংসা করলেন কোহলি

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : সহ খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজার ফিটনেসের প্রশংসা করলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি উ সোমবার ট্যুইটারে জাদেজার প্রশংসা করে বিরাট স্বীকার করে নেন দৌড়ে জাদেজাকে হারানো অসম্ভব।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি নিজে যেমন ফিটনেস বজায় রাখেন, তেমনই চান দলের সবাই পুরোপুরি ফিট থাকুন। বিষয়টি ফুটে উঠল তাঁর ট্যুইটেও উ সোমবার ট্যুইটারে সহ খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজার ফিটনেসের প্রশংসা করেলেন বিরাট। এদিন ট্যুইটারে তিনি লেখেন, 'গ্রুপ কন্ডিশনিং সেশন সবসময় ভাল লাগে। আর জাড্ডু (জাডেজা) যখন গ্রুপে থাকে, তখন ওকে দৌড়ে হারানো প্রায় অসম্ভব।'উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা ফিল্ডার জাডেজা। তিনি সবসময়ই আলোচনায় থাকেন। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং তিন বিভাগেই সবসময় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান। বিরাটের মতে, ফিটনেসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে এগিয়ে জাডেজা।

PRESS NOTICE INVITING E- TENDER NO:- 20/AGRI/EE(WEST)/2019-20

SL No.	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Pre-bid discussion	End date of bidding	Tender. opening of Date of Time and (If possible)
1	Excavation of Community Tank at Murabari, South R. C. Nagar ADC Village. under Mandwai Agri Sub Division DNIT NO. - 27/ Agri/EE/W/2019-20.	Rs.24,27,147.00	Rs.24,272.00	60 (Sixty) Days	Rs.1,000.00	30/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
2	Construction of Water harvesting structure at North Side of Bhumihin Colony K. B School (Old Vidyalaya), North Maharanipur under Teliamura Agri. Sub-Division. DNIT NO. - 28/Agri/EE/W/2019-20.	Rs.24,39,168.00	Rs.24,392.00	60 (Sixty) Days	Rs.1,000.00	30/11/2019	11/12/2019	12/12/2019

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the O/o the Executive Engineer(West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala.

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা।

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er.Ajay Jamatia)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture&FW
Tripura, Agartala

ICA/C-1718/2019-20

ফুটবলের জনকের রূপে জার্নি শুরু দেবের

কলকাতা,২৫ নভেম্বর (হি.স.): বাঙালি মানেই ফুটবল প্রেমী উ এবার কিংবদন্তি বাঙালি ফুটবলার নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আসছে বড়োপর্দায়উ আর নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তারকা সাংসদ দেবউ ফুটবলের জনকের রূপে জার্নি শুরু করলেন দেব উ টুইটারে পোস্ট করে নিজেই সে কথা জানালেন অভিনেতা।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref : Airport PS U.D. Case No- 2019 ARP 019
dated - 21/11/2019 U/S- 174 Co. P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃত দেহ। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমন্ডল - গোলাকার। গত ০৪/০৫/২০১৯ইং তারিখ দুপুর ১টা ২৫ মিনিট সময়ে নরসিংগড় মানসিক হাসপাতালে এনসিসি থানার পুলিশ ভর্তি করান এবং গত ২১/১১/২০১৯ং তারিখ দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট সময়ে ওই ব্যক্তি মারা যান। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে মৃতদেহ সনাক্তকরণ করার জন্য। এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবী করেন নাই।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১. পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২. সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩. এয়ারপোর্ট থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ২২৫৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-1293/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রির সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

চলমান বিভিন্ন প্রকল্প গুলি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য পাবে এক হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাক্ষাতকালে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য, তাঁর কাছে এক হাজার কোটি টাকা প্রদানের জন্য দাবী জানিয়েছেন। এই আবেদনে প্রধানমন্ত্রী সদর্থক সাড়া দিয়েছেন। ফলে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শীঘ্রই এক হাজার কোটি টাকার সাহায্য রাজ্য পেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যা রাজ্যের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এদিন রাজ্যের সামগ্রিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্যের নানা জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন, ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বৈঠকে রাজ্য সরকারের কাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি যাবতীয় বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ জন্মদিন হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের স্বার্থে কাজের সঙ্গে আপোষ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের কল্যাণে বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আজ দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে। সবকটি বৈঠকই ছিল ইতিবাচক ও সফল।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে। বৈঠকে ধলাই জেলায় একটি জেলা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দাবিটি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন। কাগজপত্রের কাজ শেষ হওয়ার পর শীঘ্রই ধলাইতে জেলা হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠককালে,মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নত করার জন্য। এই দাবিতেও সদর্থক সাড়া মিলেছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় ডোনার প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। জনজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় রাস্তাঘাট ও নানা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১৩০০ কোটি টাকার সাহায্য চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রেও জিতেন্দ্র সিং সদর্থক সাড়া দিয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন তিনি। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র, মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে। মহিলা ও শিশুদের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তিনি আরো বেশি সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন। পাশাপাশি টেক্সটাইল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যও বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে। এক্ষেত্রে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন স্মৃতি ইরানি।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দেখা করেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি রাজ্য মন্ত্রী আর কে সিং এর সঙ্গে। বৈঠকে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও সরবরাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বটতলা বাজারে দিনদুপুরে নিজের দোকানে আত্মঘাতী ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। দিনদুপুরে নিজের দোকানেই এক ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। আগরতলার বটতলা বাজারে ব্যবসায়ী উত্তর বাধারঘাটের বাসিন্দা বিমল সাহা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন।

সোমবার দুপুরে বটতলা বাজারের ব্যবসায়ীরা তাঁর দোকানের ভেতরে বিমল সাহাকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলে থাকতে দেখেন। তাঁর এক পা মাটিতে এবং অন্য পা প্লাস্টিকের চেয়ারের উপর ছিল। গলায় গামছা বেঁধে দোকানের সিলিঙে ঝুলে পড়েন তিনি। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পশ্চিম আগরতলা থানায় আত্মহত্যার খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে বিমল সাহার আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি। পশ্চিম আগরতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর ঘটনার তদন্ত করে দেখতে হবে।

এদিকে, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, কয়েকদিন ধরেই বিমল সাহা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। প্রায়ই মনমরা থাকতেন। তবে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতেন না। তাই পারিবারিক অশান্তি, নাকি অন্য কোনও কারণে তিনি চরম পথ বেছে নিয়েছেন তা কেউই বুঝতে পারছেন না। তাঁর মৃত্যুতে বটতলা বাজারে শোকের পাশাপাশি অজানা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। জন্মদিনের শুভেচ্ছায় ভাসলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ তাঁর ৪৯-তম জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাংসদরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর মঙ্গল কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজ্যের আইন দফতরের মন্ত্রী-সহ বিধায়করাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চা তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবিরের আয়োজন এবং অনাথ আশ্রমে শীতবস্ত্র দান করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বর্তমানে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। গত রাতেই তিনি দিল্লিতে স্ত্রীর সাথে জন্মদিনের কেক কেটেছেন। আজ সকালে তিনি সস্ত্রীক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিঙের সাথে দেখা করেছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

এদিকে সকাল থেকেই তিনি জন্মদিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তাঁর সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি। এছাড়া, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, স্মৃতি ইরানি, ধর্মেন্দ্র প্রধান, নীতিন গডকড়ি, জেপি নাড্ডা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যসভার সদস্য আরকে সিনহা-সহ বিশিষ্টজনেরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিন ত্রিপুরায় বিজেপি মহিলা

বিগত ২০ মাসে মন্ত্রী বিধায়কদের আয় ব্যায় সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানালেন গোপাল রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার চরম আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। মন্ত্রী বিধায়করা দুর্নীতিতে জড়িয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। বিগত ২০ মাসে মন্ত্রী বিধায়কদের আয় ব্যায় সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন গোপালবাবু। রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি গোপাল রায়।

রাজ্যে প্রতিদিন খুন সন্ত্রাস, আত্মহত্যা খাদ্যাভ্যাব ও কাজের অভাব রয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যানও তিনি তুলে ধরেন। বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার ভিষন ডকুমেন্টে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যে ৬০ হাজার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হচ্ছে না। ১০, ৩২৩ জনের ভাগ্য নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন গোপালবাবু। বামফ্রন্ট সরকারের অপরিণত মস্তিষ্কের ফলেই ১০,৩২৩ শিক্ষকের ভাগ্য ঝুলছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির অভিযোগ এনেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি বলেন, প্রতিদিন হত্যা, আত্মহত্যা, খুন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে চলেছে।

ধর্মনগরের ১০টি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠারত ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।। ধর্মনগর বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশনে ২৩ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মনগর মহকুমার ১০টি বিদ্যালয়ের গত বছর নবম শ্রেণীতে পাঠারত ৪১৪ জন ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ধর্মনগর মহকুমার ১০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের কর্তপক্ষের হাতে ক্রীড়া সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছে। ছাত্রীদের হাতে বাইসাইকেল এবং বিদ্যালয়ের কর্তপক্ষের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বাইসাইকেল ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, বর্তমান সরকার নবম শ্রেণীতে পাঠারত সকল ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্রীড়া সামগ্রী দিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলার চর্চার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে জেলা শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী জানান, উত্তর জেলার ৮২টি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠারত ১ হাজার ১৪৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের বান্দায় ট্রাকের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৯

বান্দা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : বেপরোয়া ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৯। আহত ২০। সোমবার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বান্দায় ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাসটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এদিন প্রায় ৪৫জন যাত্রী নিয়ে ফতেহাবাদ থেকে বান্দা দিকে যাচ্ছিল বাসটি। সেই সময় সেমরি নাল্লাহার ফতেহাবাদ রোডে বেপরোয়া ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসটির। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে শুরু করে উদ্ধার কাজ। নিহতদের এক শিশুও রয়েছে। মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতরা যাতে যথাযথ চিকিৎসা পায়, তার নির্দেশ প্রশাসনিক আধিকারিকদের দিয়েছেন তিনি।

নিহত পুলিশ অফিসার দুর্গা কুমার রাঙ্খলের পরিবারের সাথে কথা বললেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। মৃত পুলিশ অফিসারের পরিবার ও আত্মীয় পরিজনদের শান্তনা ও সমবেদনা জানাতে সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এর নেতৃত্বে বামপন্থীদের এক প্রতিনিধি আসেন রাংখল পাড়া দেবথাংএ। প্রয়াতের বাড়ি সফরকালে প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বিধায়ক সুদন দাস, বিধায়ক রতন ভৌমিক, এডিসি মুখ্য কার্যানির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। কিন্তু মৃত পুলিশ অফিসার দুর্গা কুমার রাংখলের স্ত্রী পুত্র ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না। অপর দিকে একই দিকে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিকে নেতৃত্বে মৃত পুলিশ অফিসারের বাড়িতে যান সমবেদনা জানাতে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রাক্তন বিধায়ক, প্রকাশ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক রাজোবর দেববর্মা, যুব নেতা অনির্বান সরকার সহ একাধিক নেতৃত্বরা পরিবারের আত্মীয় পরিজনদের সাথে কথা বলেন। তবে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার বলেন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। তবে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবে এমন ব্যক্ত করলেন তিনি। তবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কটাক্ষ করেন বর্তমান সরকারকে অপরদিকে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতা সুবল ভৌমিক জানান, দক্ষ পুলিশ অফিসার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে খুন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি এই ঘটনাটির সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন।

আলফা স্বাধীন-এর বিশাল অস্ত্রসম্ভার উদ্ধার বাংলাদেশের সাতচড়ি ন্যাশনাল পার্কে

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : প্রতিবেশী বাংলাদেশের গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে অসমের উগ্রপন্থী সংগঠন 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম, স্বাধীন' (আলফা স্বা)-এর এক বিশাল অস্ত্রসম্ভার উদ্ধার করেছে সে দেশের সেনাবাহিনী এবং রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সংক্ষেপে (রেব)।

এখানে ভারতীয় এক গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার সাতচড়ি জাতীয় পার্কের একটি স্থানে অভিযোন চালিয়ে এই অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান পান বাংলাদেশ সেনা এবং রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। গত শুক্রবার থেকে অস্ত্রভাণ্ডারে হানা দিয়ে অত্যাধুনিক নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলোবারুদ উদ্ধার করতে তাঁদের ৪৮ ঘণ্টা সময় লেগেছে। অস্ত্রভাণ্ডারটি ন্যাশনাল পার্কের বিশ্রাম শেডের মাটির নীচে বাঙ্কার তৈরি করে রাখা ছিল। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে প্রায় ৫৫টি অত্যাধুনিক (এই সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে) একে সিরিজের রাইফেল ও মেশিনগান, ১৭চি রকেট লঞ্চার এবং বহু গোলাবারুদ রয়েছে। তবে এর সঙ্গে কাউকে আটক করা হয়নি বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

প্রসঙ্গত, গত জুন মাসেও রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সাতচড়ি জাতীয় উদ্যানে অভিযান চালিয়ে রকেট লঞ্চার, মেশিন গান-সহ ১২,০০০টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন। এছাড়া, গত ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সেনা চিটাগাঙের কাছে অভিযান চালিয়ে আলফা আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই দশটি ট্রাক আটক করেছিল বাংলাদেশ সেনা। ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি আলফা স্বাধীন-এর সেনাপ্রধান পরেশ বরুয়া চীনর থেকে চোরাইভাবে বাংলাদেশে পাচার করেছিলেন বলে সেবার জানা গিয়েছিল। ওই অস্ত্র পাচার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন আলফা স্বাধীনের পরেশ বরুয়া। বিচারের রায়ে বাংলাদেশের এক আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

২ ডিসেম্বর এডিসি এলাকায় ১২ ঘন্টার বন্‌ধ ডাকল তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর ।। এডিসি এলাকা থেকে পৃথক রাজ্য গঠন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল এবং ব্রু শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবি ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি আগামী ২রা ডিসেম্বর এডিসি এলাকায় ১২ ঘণ্টার বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। সোমবার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলন এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি ভূমিপুত্রদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ২রা ডিসেম্বর সকাল ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা এডিসি এলাকা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। একই দাবিতে গত ১৯ নভেম্বর বড়মুড়ায় গণ-অবস্থান পালন করেছে ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সোমবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিন দফা দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক তিপ্রাল্যান্ড গঠন করা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা থেকে সরে এসে বিল পাশ না করানো, সর্বোপরি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে দাবি জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের রাজ্যে পুনর্বাসন দেবার কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি। এসব দাবি পূরণ না হলে ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

চোর আখ্যা দিয়ে যুবককে বেধরক মারধর মধুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ নভেম্বর ।। চোর আখ্যা দিয়ে এক যুবককে বেদম প্রহার করল বাড়ির লোকজন। অভিযুক্তের নাম মৃণাল হোসেন। ঘটনা রবিবার রাত দুইটা নাগাদ মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বাড়ির গৃহীনির অভিযোগ আগে থেকেই অভিযুক্ত যুবক তাকে কু-প্রস্তাব দিত। সে অসম্মতি প্রকাশ করলে শারীরিকভাবে বিভিন্ন সময়ে তাকে হেনস্তা করতো বলেও অভিযোগ। এনিয়ে এর আগেও কয়েকবার সালিশি সভা হয়। গৃহবধূর আর্য অভিযোগ রবিবার রাতে সে কু-মতলবে বাড়িতে প্রবেশ করে। লোকজন টের পেয়ে তাকে ধরে উত্তমমধ্যম দেয়। পরে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে। অপরদিকে যুবকের বাড়ির লোকদের অভিযোগ মাছ ধরার নাম করে তাকে ডেকে এনে মারধর করা হয়েছে। হাত, পা বেধে ফেলে রাখে গৃহীনির বাড়ির উঠানে। পাশাপাশি এলাকার প্রধান স্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুললেন যুবকের পরিবার। সোমবার নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে এই অভিযুক্ত মৃণাল হোসেনের নামে মধুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য।

৩০ নভেম্বর লং মার্চের ডাক দিল রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু নীতির বিরোধিতা করে আগামী ৩০ নভেম্বর চিত্তরঞ্জন থেকে লং মার্চের ডাক দিয়েছে রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন। এই লং মার্চ ৩০ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ১১ ডিসেম্বর রাজভবন হয়েএসে পৌঁছবে ভিক্টোরিয়া হাউসের সংযোগস্থলে। এই ২৮৩ কিমি পথে ক্ষেত মজুর, কৃষক, রাজ্য যুব সংগঠনের সকলে পা মেলাবেন। সোমবার সিটু-সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাউ জানান, 'রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প বাঁচাও, কৃষি নীতি, অর্থনীতির বিরুদ্ধে শ্রম আইন খর্ব করে, শিক্ষার খরচ কমানো নিয়ে লং মার্চ করবে বারোটি ট্রেড ইউনিয়ন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ করে দেশের অর্থনীতিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার'। একই সাথে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেনা কেন্দ্র বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশপাশি তিনি অভিযোগ করে জানান, 'রাজ্য সরকারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।